বিস্তারিত। তাহা যে সকল অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত তাহা ক্ষুদ্র, সমান্তরাল ও সমকেন্দ্রীভূত গোলাকার রেখায় অঙ্কিত, এই বৃত্ত সকলের ভিতর দিক্ খালা। পাছার বর্ম্ম পিঠ হইতে লেজের মূল পর্য্যন্ত বিস্তারিত। ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত, কেবল বৃত্ত সকল খালা না হইয়া উঁচু। এই অস্থিখণ্ড সকল মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে মৌচাকের খোপের ন্যায় ষট্‌কোণ বলিয়া বোধ হয়। পাছা ও স্কন্ধের বর্ম্মের মধ্যে গতিশীল বন্ধনী ৭।৮ কখন কখন ৯ টাও দেখা যায়। অধিক বয়সই সংখ্যাধিক্যের কারণ। এই জাতীয় জন্তু গায়েনা, ব্রেজিল ও প্যারেগোয়াতে পাওয়া যায়। ইহারা নিশাচর।

বঙ্গবাসীর ইউরোপ ভ্রমণ।

(১৪৫ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর)

২৮ মার্চ্চ শনিবার।

আমরা যে জাহাজে যাইতেছি ইহার কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই। পি, ও, কো দিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড যে কয়খানি জাহাজ আছে, "পেনোয়ার" তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা ৩০০ ফীট অপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় চল্লিশ ফীট গভীর, এবং প্রায় ৩০ ফীট প্রশস্ত। ইহা ৩৮০০ টন অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ মণ বোঝা বহন করিতে পারে, এবং ১৬০০ অশ্বের বল ধারণ করে। ইহাতে ১৯২ জন নাবিক, এবং সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় ৩০০ আরোহী। জাহাজের সমুদায় ভৃত্যই ইংরাজ, কেবল জন কতক খালাশী এদেশীয় লোক। আমার ভৃত্যের নাম হাবৃভী। তাহার যে রূপ শ্রী ও ভদ্রতা তাহাতে যদি ভাল পোষাক পরিয়া কলিকাতায় কোন আফীসের উচ্চ আসনে বসে, তাহা হইলে বোধ করি হিন্দু সমাজ চূড়ামণি কবিপুঙ্গব * * * * তাঁহার "স্বরচিত" সংস্কৃত পদ্য তাহাকে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হন না! সমস্ত আহারীয় সামগ্রী জাহাজের উপর লাভ করা যায়, এবং শয়ন ও ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সামগ্রীও বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, কেবল সুরা পান করিতে গেলে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়, সুতরাং ইংলণ্ড পর্য্যন্ত

আর আমাদিগের বায়ু বাহুল্যের ভয় নাই। আহারাদির পারিপাট্য বিলক্ষণ, সাহেবদিগের অত্যন্ত সুবিধা, কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যে সেরূপ নহে। এত মাংস উদরস্থ করিয়া বাঙ্গালির প্রাণ বাঁচিতে পারে না। প্রাতঃকালে মাংস, মধ্যাহ্নকালে মাংস, সায়ংকালেও ঐ। আহারের ঘরে প্রবেশ করিলে এক এক বার এমন দুর্গন্ধ বোধ হয় যে বলিতে পারি না। সকল বস্তুই যে খাইতে মন্দ লাগে তাহা নহে, কিন্তু চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড় কদাকার। জাহাজেই এই, না জানি বিলাতে গেলে কি হইবে! শয়নের কোন কষ্ট নাই। উত্তম শয্যা, পরিষ্কার এবং কোমল। স্নানেরও সম্পূর্ণ সুবিধা, কষ্টের মধ্যে কেবল লবণাক্ত জল। যাহা হউক সাধারণতঃ এক প্রকার সুখে থাকা যায়। মনে সন্তোষ থাকিলে আর কিছু ভাবিতে হয় না।

অদ্য প্রাতঃকালে কতকগুলি পক্ষ সংযুক্ত মৎস্য দেখিলাম, তাহাদিগকে ইংরাজীতে Flying-fish অর্থাৎ উড্ডীয়মান মৎস্য বলে। জাহাজের শব্দে এই মৎস্য সমুদ্রের জল ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপরে উড়িয়া যায়, এবং কিছু কাল পরে আবার জলমগ্ন হয়। যখন ঝাঁকে ঝাঁকে জলের উপর দিয়া উড়িয়া যায়, তখন ইহাকে মৎস্য বলিয়া কখনই বোধ হয় না। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র; পৃষ্ঠের পাখনা দীর্ঘায়ত হইয়া পক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। অন্য মৎস্যের দ্বারা তাড়িত হইলে ইহা পক্ষ সংযোগে জল ত্যাগকরিয়া পলায়ন করে। জাহাজের সঙ্গে দুই তিনটী শ্বেতবর্ণ পক্ষী উড়িয়া আসিতেছে। চারিদিকে অসীম জলরাশি, এই পক্ষীগণ আমাদের সঙ্গে কোথায় যাইতেছে, ইহারা কোথায় বাস করে? নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল ইহারা সমুদ্রেই বাস করে। একথা কখন সঙ্গত হইতে পারে না, অবশ্যই বহুদূর উড়িয়া গিয়া কোন দ্বীপ কি উপকূলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাদিগের নাম 'sea gull' বাঙ্গালাতে কি সংস্কৃতে ইহাদিগকে কি বলে জানি না।

পোতারোহীদিগের পক্ষে সময়ের সদ্ব্যবহার যে কি কঠিন তাহা সমুদ্র গমন না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। "কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই" এই কথা যেমন পোতারোহীদের পক্ষে খাটে, এমন আর কাহার

পক্ষে নহে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই ছয়টার সময় একবার আহার, তার পরে ৮ টার সময় আর একবার, তার পর ১২ টার সময় আর একবার, তার পর সন্ধ্যা ৬ টার সময়, তার পর রাত্রি সাড়ে আটটার সময়। প্রতি বার আহারের সময় ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টা বাজিলেই অমনি সাহেব বিবীগণ দলে দলে ভোজনাগারে প্রবেশ করেন, এই কয়বার আহারের মধ্যে যে সময় টুকু থাকে, তাহা ঝিমুনী, ঢুলুনী ও নিদ্রা এবং তজ্জাতীয় কার্য্যে কাটিয়া যায়। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের আহারান্তে অমনি সকলে এক একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া ডেকে অর্থাৎ জাহাজের উপরিভাগে আসিলেন, যেন কতই পড়িবেন; হাওয়ার দিক্ ঘেঁসিয়া ইজী চেয়ারে বসিলেন—এমন ভাবে বসিলেন যে বসিলেন বলিলেও হয়, শুইলেন বলিলেও হয়। তার পর বই খুলিলেন, একে উদরের চাপ, তার উপর সুমন্দ সমুদ্র সমীরণের স্নিগ্ধতা, তার উপর জাহাজের মৃদু হিল্লোল, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতে অমনি চক্ষু জড়াইয়া আসিল; বুকের পুস্তক বুকের উপরই রহিল; চক্ষু মুদিল, মুখ খুলিল, নাক ডাকিল; সাহেব হাঁ করিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। এই অপ্রতিহত আহার নিদ্রার স্রোতের পক্ষে পরম শত্রু (Sea sickness) সমুদ্র-পীড়া। সমুদ্র-যাত্রী অনেক লোকের বিশেষতঃ স্ত্রীজাতীয়দের জাহাজের গতিতে মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়, তার পর ক্ষুধা মান্দ্য, তার পর বমনের চেষ্টা। ক্রমে এতাধিক বমন ও শিরঃপীড়া হয় যে আহার করা, কি উপবেশন করা, এমন কি মাথা তোলা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রমাগত বমন ও শয়ন, জীবন ভারবহ হইয়া উঠে। মেম পাণ্ডু বর্ণ ও নিমীলিত নয়ন, সাহেব মুখ ব্যাদান পড়িয়া আছেন। কেহ গোঁ গোঁ করিতেছে, কেহ ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছে, কেহ মদ চাহিতেছে, কেহ বরফ চাহিতেছে, কাহারও সকল আশা অবসান হইয়াছে। এই পীড়া অধিক কাল থাকে না, কিন্তু জাহাজে তুফান হইলেই জন্মে। ইহা নিবারণ করিবার প্রধান উপায় উদর পূরিয়া আহার করা এবং সবেগে মুক্ত বায়ুতে পদ সঞ্চালন করা। সৌভাগ্য বশতঃ আমার এপীড়া এক দিনের জন্যও হয় নাই, সুতরাং ইহার যাতনা কিরূপ আমি ভাল করিয়া প্রকাশও করিতে পারি না। জাহাজে সাহেব ও মেমেরা যে পরিমাণে মদ্যপান করেন দেখিয়া আশ্চর্য্য

হইতে হয়। এক বোতলের কমে প্রায় কাহারও চলে না। জাহাজে জুয়াখেলাতে অর্থাৎ টাকা বাজি রাখিয়া তাস পাসাদি ক্রীড়াতে সাহেবদের বড় উৎসাহ। নৃত্য গীতও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। আমি এই সকলের কিছুতেই যোগ দিবার উপযুক্ত নই, সুতরাং অনেক সময় একাকী এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করি; কখন বিলাতের বিষয়, কখন বাটীর বিষয় ভাবি, ও ভক্তি পূর্ব্বক ইস্টদেবতার নাম গ্রহণ করি। এইরূপেই দিন গত হয়।

৩০ মার্চ্চ ১৮ চৈত্র।

অদ্য প্রাতঃকালে মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম। চার বৎসর হইল, একবার মান্দ্রাজে নামিয়াছিলাম এবং ঈশ্বরের কৃপা বলে কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিলাম তাহা আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন। মান্দ্রাজে বন্দর নাই। সমুদ্র মধ্যেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়। সর্ব্বদাই জলধি তরঙ্গায়িত ও অস্থির। শ্বেত পুচ্ছ, লোহিত চঞ্চু, সমুদ্র বিহারী পক্ষিগণ তদুপরি চক্রাকার গতিতে এক একবার উড়িতেছে এবং তরঙ্গেতে দুলিয়া দুলিয়া এক একবার সন্তরণ করিতেছে। সম্মুখে নগর আপনার সহস্র গবাক্ষ খুলিয়া আমার দিকে দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিতেছে, গৃহ চূড়া রূপ হস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে ডাকিতেছে, কিন্তু যাইব কিরূপে? যতই কূলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তরঙ্গ ক্রমশঃ ভীম আকার ধারণ করে, ফেণময় মুকুট পরিধান করে, বিশাল নীল বক্ষ উর্দ্ধে উত্তোলন করে, ঘোরতর নিঃশ্বাস প্রক্ষেপ করে, নৌকাকে ধরিতে আসে, এবং বিফল হইয়া শৈকতময় কূলে মহা শব্দে নিজ মস্তককে চূর্ণ করিয়া ফেলে। মান্দ্রাজের সমুদ্র লীলা কে না জানে, যে একবার এখানে আসিয়াছে সে কি আর কখন ভুলিবে?

জাহাজ উপস্থিত হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উঠিল। কেবিনের গবাক্ষ খুলিয়া দেখি শত শত নৌকা আমাদিগকে ঘেরিয়াছে এবং তরঙ্গ-বলে অস্থির হইয়া বিষম বেগে উর্দ্ধ অধঃ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন নাবিক আমাদিগের কাছি ধরিতেছে, কেহ বা আপনার রশি জাহাজের অঙ্গে সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ লম্ফ দিয়া জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে,

কোথাও বা নৌকায় নৌকায় বিষম প্রতিঘাত হইতেছে, কোথাও চিৎকার করিতেছে, কোথাও একজন অপর কাহাকেও বিষম প্রহার করিতেছে। এমন ব্যস্ততা এমন গোলযোগ অতি অল্পই দেখিয়াছি। মধ্যে মধ্যে বোধ হইতে লাগিল যেন দূর হইতে জলের উপর দিয়া দুই তিনটী লোক চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিলে পর দেখি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এমন নৌকাতো কখন দেখি নাই! কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলক মাত্র, একটু রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ, তরঙ্গের মধ্যে লুকায়িত, দীর্ঘে তিন হস্তের অধিক হইবে না, প্রস্থে এক হস্ত মাত্র। দুইজন লোক তাহার উপর দণ্ডায়মান, তাহাদের হস্তে দুই খণ্ড কাষ্ঠ মাত্র। কাষ্ঠ একবার নৌকার দক্ষিণ একবার বাম দিকে ডুবাইতেছে, আর তীরের মত তরণী ছুটিতেছে। নৌকার আকার এই প্রকার। এ নৌকার নাম "ক্যাটাম্যারাণ" (Catamaran)। মান্দ্রাজের মাজীদের অপরূপ কান্তি। দেখিতে দীর্ঘাকার, সর্ব্বাঙ্গে লোম, পান খাইয়া খাইয়া দন্ত লোহিত, কানে মাকড়ী, পরিধানে কৌপীন আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়, মস্তকে পচা পুরাতন রুমাল বাঁধা, কথা কয় ইংরাজিতে। ইহাদিগের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। কেহ আপনার টিন নির্ম্মিত টিকিট মুখের নিকট আনিয়া ধরে, কেহ বস্ত্র ধরিয়া টানে, কেহ কেহ সমনস্ক করিবার জন্য অঙ্গুলির খোঁচা মারে, কেহ চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য প্রেমালিঙ্গন করিবার উপক্রম করে। জাহাজের একজন ইউরোপীয় নাবিক আমাদিগের অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া এই মহাপুরুষদিগের প্রশস্ত পৃষ্ঠে এমন প্রচুর পরিমাণে বেত্র বৃষ্টি করিল, যে তাহারা ভঙ্গ দিয়া উভরড়ে পলায়ন করিল। আমরা এই নাবিকের সাহায্যে একখানা নৌকারোহণ করিয়া তীরে উপস্থিত হইলাম। তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র আবার পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা। আমাদিগের সাহেব সঙ্গীরা পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাতের প্রভাবে আপনাদিগের পথ পরিষ্কার করিলেন, আমাদিগের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে জন কুড়ী লোক ছুটিল। জাহাজ হইতে তীরে আসিতে সাড়ে তিন টাকা নৌকা ভাড়া দিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিলাম, তাহার উপর এত লোক লাগিল। কারণ কি? বলিলে বুঝে না। কেবলই ইংরাজি কয়, কিন্তু আমাদিগের

ইংরাজি বুঝে না এবং তাহাদিগের ইংরাজী বুঝিয়া উঠিতেও পারি না। ঘটনা ক্রমে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়া গেল।

মান্দ্রাজ প্রকাণ্ড স্থান, কিন্তু ইহার শ্রী নাই, শৃঙ্খলা নাই। ইহা দীর্ঘে প্রস্থে ৩০ বর্গ মাইল। চারিলক্ষ লোক ইহাতে বসতি করে। নগরের মধ্যে জনশূন্য পথ, পথশূন্য প্রান্তর, তাহাতে না আছে তৃণের শোভা, না আছে বৃক্ষের শোভা। পথে এমনি ধূলা যে উৎকৃষ্ট শকট মাত্রই বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া চালিত হইয়া থাকে, নতুবা দুই দিনে সকলই মলিন হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রকাণ্ড কার্য্যালয় দেখিতে ভাল, নতুবা উত্তম অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হওয়াই কঠিন। সকল স্থান, অপেক্ষা সুন্দর স্থান Banqueting Hall, এই স্থানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সকল সভাই হইয়া থাকে। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় আমরা এখানে উপস্থিত হইলাম। দেখি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation হইতেছে। দেখিতে২ গবর্ণর সাহেব উপস্থিত হইলেন। ছাত্রেরা সকলেইতো পূর্ব্বাবধি উপবিষ্ট। ছাত্রদিগের পৃষ্ঠে লবেদা, মস্তকে পাগড়ী, কিন্তু পায়ে জুতা নাই। শিক্ষক, ছাত্র, ধনী, নির্ধনী সকলের পোষাক একত্রিত হইয়া দ্বারের বাহিরে রাশীকৃত রহিয়াছে, তাহাদিগের [illegible]কার অন্ধকারে যে কিরূপে আপনার আপনার স্বত্ব সংস্থাপন করিবেনি বুঝিয়া উঠা কঠিন।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতবর্ষ দর্শনার্থ গত ২৫ এ আশ্বিন অর্থাৎ দুর্গা পূজার বিজয়ার দিন শুভযাত্রা করিয়াছেন। তিনি গত ২ রা কার্ত্তিক আথেন্স নগরে পৌঁছিয়া গ্রীকদিগের দ্বারা অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আগামী ৯ ই নবেম্বর তাঁহার জন্মোৎসবের দিন, ৮ ই তারিখে বোম্বাই পৌঁছিবার কথা। তিনি দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন করিয়া বড় দিনের সময় কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন।

২। ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার চতুর্থবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই হইতে সিন্ধু প্রদেশে গমন করিয়াছেন, হাইদ্রাবাদে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। তিনিও বড়

দিনের সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

৩। ভারত সংস্কারকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন বর্দ্ধমান দিনাজপুর জেলায় প্রাচীন বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ৬ ক্রোশ উত্তর বীরগঞ্জ ও কান্তনগরের মধ্যস্থ পুনর্ভবা নদীর তীরে 'উত্তর গোগৃহের' ভগ্ন চিহ্ন আছে। এই জেলাতে পুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ বাণরাজার পুরীরও ভগ্নাবশেষ আছে। বাণরাজা হইতে জ্বরোৎপত্তি পুরাণে লেখে, বোধ হয় এই রাজার সময় হইতে দিনাজপুর অঞ্চলে জ্বর পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৪। আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি ১৫ই আশ্বিন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাবু প্যারীচরণ সরকার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী ও সাধুলোকের মৃত্যুতে সর্ব্বসাধারণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন।

৫। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে সকলের উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, স্ত্রীলোক আরোহীদিগের জন্য যাহাতে বিশেষ সুবিধা করা হয়, এমত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬। সুলভ সমাচারে অবগত হওয়া গেল, খাটুরা গ্রামের একটী ভদ্র পরিবারের মধ্যে এক স্ত্রীলোকের প্রায় ২০।২১ বৎসর হইল পুত্র হয়, তৎপরে আর সন্তান হয় নাই। সম্প্রতি এত দিনের পর তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছে। বারুইপুরের নিকট সুবুদ্ধিপুর গ্রামে আমাদিগের এক আত্মীয়ের প্রথম সন্তানের (কন্যার) বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর হইলে দ্বিতীয় সন্তান (একটী কন্যা) ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। অনেক বৎসর ব্যবধানেও সন্তান হওয়া অসম্ভব নয়।

বামাগণের রচনা।

অশনি—পতন।

জীবন যাতনা, কেমনে বল না,
পারি কি, আমি—রে সহিতে আর?
হৃদয় রতনে, না রাখি জীবনে,
পারি কি আমিরে থাকিতে আর? (১)

প্রাণেশ কেমনে, ছাড়িয়া জীবনে,
গিয়াছো ছেড়ে কি জনম তরে?
জীবনে জীবন, মিশাবো এখন,
পাইবে, এখনি হৃদয় তারে। (২)

কেন না মরিছি, কেমনে সহিছি,
নাহেরে মম সে নাথের মুখ।
এ পোড়া জীবনে, এখন কেমনে,
বাঁচিয়া বল কি আমার সুখ? (৩)

জীবনে কমল, ভাসুক সকল,
হাসুক মিলিয়ে নবীনা গণে।
নাথেরে ডাকিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,
খেলুক মরি রে মধুপ সনে। (৪)

ব্রততী কেমন, মনের মতন,
পতিরে লইয়ে হাঁসিয়া মুখে।
তরুর বুকেতে, প্রেমের হাঁসিতে,
নাচিয়া খেলে রে অপার সুখে। (৫)

আমি রে দুঃখিনী, দিবস যামিনী,
আমার জীবনে কি আর কাজ?
কোথায় অশনি, পড়ুক এখনি,
পড়ুক মম এ হৃদয় মাঝ। (৬)

কেহ কারো নয়।

বোনরে—হৃদয় আঁধার এবে; এ যাতনা সয়না।
জীবনে জীবন বুঝি আর কিছু রয়না।
কিকরে এছার প্রাণে, এ যাতনা নিশি দিনে,
সহিব কেমনে রে জীবন যে রয়না।
বোন এবে এ যাতনা সয়না।

বোনরে—কিছু দিন পরে সব এই দুঃখ ঘুচিবে।
সংসারের লীলা খেলা একে একে ফুরাবে।
তরুর বুকের পরে, ব্রততী রে নৃত্য-করে,
মৃদু মন্দ হাসি আর দেখা নাহি যাইবে।
বোন এই সব দুঃখ ঘুচিবে। (২)

বোনরে—কেহ কারো নয় তাহা জানিয়াছি অন্তরে।
এ জগত মায়াময় সকলি অসার রে।
যারে কেন নিজ বল, কিছু দিন তব হল,
ছাড়াইয়া তব সঙ্গ কোথায় পলাবে রে।
ওলো বোন, যেনেছি তা অন্তরে। (৩)

বোনরে—কোথা রবে আত্ম জন ভেবে কেন বুঝনা।
স্নেহময়ী জননীর অমৃতের রসনা।
কে আর বাসিবে ভাল, বল আর চিরকাল,
মোহ চক্ষু খুলে কেন ভাল করে দেখনা।
ওলো বোন ভেবে কেন বুঝনা।

বোনরে—বায়ু সহ বায়ু রাশি সকলই মিশিবে।
তবে কেন বোন পরে, সেকি তব হইবে?
ভাই বন্ধু পরিজন, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন,
নির্ব্বাণ দীপের মত অস্তমিত হইবে।
দেখ বোন সকলই মিশিবে।

বোনরে—এ জীবনে কেহ কারো আপনার নয় রে।
অন্য কোথা হয় যদি হইতেও পারে রে।
এ হৃদয় হবে ছার, তবে যদি পুনর্ব্বার,
নূতন হৃদয় পুনঃ আলোকিত হয় রে।
ওলো বোন কেহ কারো নয় রে।

বোনরে—কেন আর মিছে ডাকো জ্ঞান চক্ষু তোলোনা।
জগত পিতারে সবে এক মনে ডাক না।
পিতা বলি এক মনে, ডাক তাঁরে সযতনে,

পাইবে রে আত্ম জন এই পথে এসনা।
ওলো বোন জ্ঞান চক্ষু খোলনা।

কলিকাতা　　কোন একটী বঙ্গীয় বিধবা।

পতি সতীর একমাত্র গতি।

দুঃখের আধার এই জগত সংসার,
মানব জনম বৃথা যাতায়াত সার।
সুখের নাহিক লেশ এ ভবমাঝারে,
দিবানিশি নিরবধি বাসিত অন্তরে।
শৈশব, যৌবন, বৃদ্ধ সব কালে দুঃখ.
কোন মতে কিছুতেই নাহি আছে সুখ।
এহেন দুঃখের মাঝে সৃষ্টি রক্ষিবারে
সৃজিল কমলাসন মোহিনী মায়ারে।
বদ্ধ হল সৃষ্ট জীব সে মায়ার জালে,
বাধা পরস্পরে তবে হইল সকলে।
পরিণয় সৃষ্টি হয় সুখের কারণ,
সুজনে সুজনে যদি হয় সে মিলন।
তা নাহলে দুঃখ ভোগ যাবত জীবন,
উভয়ের লাগি পুড়ে উভয়ের মন।
আহা সেই দ্বন্দ্ব ধন্য যারা দ্বন্দ্বহীন,
যে মিথুন প্রেমে যথা জল সহ মীন।
দুষ্টে সরলার প্রেম যথা অপমান,
সুজনেও কুলটার সেই পরিমাণ।
সতের সতীর সনে যদি প্রেম হয়,
অনুপম সেই প্রেম তবে বলা যায়।
　পতি বিনা সতীর কে আছে এ সংসারে,
যে পতি বিহনে সতী তরিতে না পারে?
পিতা মাতা যাঁহা হতে দেখা এ ভুবন,
পতির সনেতে কভু না হয় তুলন।

পিতা মাতা গুরু বটে মানিবে সবাই,
স্ত্রীলোকের পতি বিনা কিন্তু গুরু নাই।
পতি পদ ভক্তি ভাবে সেবে যেই নারী,
পতিরে যে ভাবে সদা পারের কাণ্ডারী।
পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, জপতপ পতি,
এমন যে নারী ভাবে তারি স্বর্গে গতি।
বিসম্বাদ পতি সনে যে নারী ঘটায়,
ইহলোক পরলোক দুলোক হারায়।
পতির শুশ্রূষা আহা করে যেই নারী,
নিত্য সুখ ভুঞ্জে সেই দুঃখ পরিহরি।
পতি প্রেমে তদ্গত চিত যার মন,
মন দুঃখ কদা কি সে পায় কদাচন?
অভিমানে অপমান করে যে কামিনী,
নিশ্চয়ি সে নারী হয় নিরয়গামিনী।
হোক না কেন সে নারী চম্পকবরণী,
হোক না কেন সে নারী মধুর-ভাষিণী।
হোক না কেন সে-নারী শিল্পে সুনিপুণ,
হোক না কেন সে নারী বিদ্যা বিচক্ষণ।
পর পুরুষেতে তার নাহি থাক্ মন,
পর দ্রব্যে লোভ নাহি হোক কদাচন।
যদ্যপি পতির নিন্দা করে স্ববদনে,
অথবা অন্যের পাশে শুনে সে শ্রবণে।
যদ্যপি পতিরে সেই করে অনাদর,
অন্তরের প্রাণনাথে ভাবে সে অন্তর।
যথার্থ সে সতী নয় জানিও নিশ্চয়,
কভু সেই কামিনীর গতি নাহি হয়।
অপরাজিতার বর্ণ যদি কোন বালা
হইয়া পতিরে করে ভকতি অচলা।

159

মেদিনী মণ্ডল হায় হেন যদি হল,
অপরাজিতার কাছে চম্পক হারিল।
বাস্তবিক চাঁপা ফুলে ভ্রমর না ধায়,
পতি বিনা অন্য গতি সতীতে না পায়।
পতি প্রাণ পতি মান পতি সুখে সুখ,
বিধাতা তাহার প্রতি কভু না বিমুখ।
এরূপ যদ্যপি হয় অবনী মণ্ডলে,
সে নারীর মুক্তি হয় সতীত্বের বলে।

কোন বঙ্গমহিলা।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্ন লিখিত কয়েক খানি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

১। জগতের বাল্য ইতিহাস-কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরর প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৷৵০ আনা। এই গ্রন্থখানিতে পৃথিবী ও মানুষের প্রথম অবস্থা এবং কিরূপে মানব জাতির উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া পৃথিবীর শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পরিপূর্ণ, ইহার ভাষা সুন্দর ও বিশুদ্ধ। ইহা পাঠ করিলে কৌতূহল বৃত্তি বিলক্ষণ চরিতার্থ হয় এবং অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে পারে।

২। বিলাপলহরী—কলিকাতার দক্ষিণ চেতলা নিবাসিনী শ্রীমতী ভবসুন্দরী দাসী বিরচিত। পদ্য গুলি সরল ও মনের যথার্থ ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছে।

৩। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড, শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল ও অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, পটলডাঙ্গা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তক খানি বৃহৎ হইবে বলিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থকারেরা ইহাতে অনেক অনুসন্ধান ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতেছেন। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটী অমূল্য সম্পত্তি হইতে পারে।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS. HARINABHI.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৬ সংখ্যা | আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপাধি ইংলণ্ডের যুবরাজ না হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অর্থাৎ ওয়েল্‌সের যুবরাজ কেন, ইহা বোধ হয় পাঠিকাগণের অনেকে অবগত নহেন। ইহার আখ্যায়িকা বলিতে হইলে প্রথমে ওয়েল্‌সের বিবরণ বলিতে হয়।

ওয়েল্‌স ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ, আকৃতি ৫ অঙ্কের মত। এই প্রদেশ পূর্ব্বে একটী স্বাধীন দেশ ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন জর্ম্মাণির সাক্সন ও আঙ্গল জাতি ব্রিটেন দ্বীপ অধিকার করিয়া ইহার নাম ইংলণ্ড দেন, তখন যে সকল ব্রিটন জেতাদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা ওয়েল্‌সে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ওয়েল্‌সকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। পরে খৃষ্টীয় ১২৮৩ সালে অর্থাৎ বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার ৮০ বৎসর পরে ইংলণ্ড-রাজ প্রথম এডওয়ার্ড ওয়েল্‌স অধিকার করিয়া লন।

ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এডওয়ার্ড অতি প্রতাপান্বিত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়্‌যন্ত্র করেন, ওয়েল্‌স-রাজ লেওয়েলিন গোপনে গোপনে এই

ষড় যন্ত্রের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন। লিষ্টারের আরলের কন্যার সহিত এই লেওয়েলিনের বিবাহের সম্বন্ধ হয়, ইংলণ্ড-রাজ বিবাহোদ্যতা কন্যাকে রাজ বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে তিনি ওয়েল্‌স-রাজকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য বারংবার আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন না। ১২৭৬ সালে এড়ওয়ার্ড এক দল সৈন্য লইয়া ওয়েল্‌স জয়ার্থ যাত্রা করেন। এই সময় ওয়েল্‌সের মধ্যে ঘোরতর গৃহ বিবাদ। লেওয়েলিনের ডেবিড ও রডারিক নামে দুই সহোদর ছিল। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক বিষয়চ্যুত হওয়াতে এডওয়ার্ডের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা লোপের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এডওয়ার্ড এই সুযোগে ওয়েল্‌সের সকল পথ ঘাট আটক করিয়া স্নোডন পর্ব্বতে সসৈন্যে শিবির স্থাপন করিলেন। ওয়েল্‌স সেনাগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহাদিগের খাদ্যাদি পাইবার পথও বন্ধ হইল। তখন লেওয়েলিন নিরুপায় হইয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। এডওয়ার্ড তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গেলেন, বন্দী কন্যাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সন্ধি নিয়মে বদ্ধ করিয়া স্বদেশে পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন।

ওয়েল্‌স-বাসীরা স্বাধীনতাচ্যুত হইয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিতে লাগিল। বিদ্রোহী ডেবিড স্বদেশের হিতসাধনার্থ ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং সমুদায় ওয়েল্‌সবাসী যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। এডওয়ার্ড এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন না; অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করিয়া ওয়েল্‌সে উপনীত হইলেন। ওয়েল্‌সবাসিগণ কিছুকাল সাহসের সহিত তাঁহার পথ রোধ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে (১২৮২ সালে) লেওয়েলিন পরাজিত ও হত হইলেন। ডেবিড তখন রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাড়িত হইয়া কিছুকাল পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ধৃত হইয়া নিষ্ঠুররূপে হত হইলেন। তখন সমুদায় ওয়েল্‌স সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ড রাজ্যভুক্ত ও ইংলণ্ডীয় শাসনের অধীন হইল।

এডওয়ার্ড ওয়েল্‌স জয় করিয়া অত্যন্ত কঠোরতার সহিত শাসন করিতে

লাগিলেন। ওয়েল্সবাসীরা অসন্তুষ্ট চিত্তে পরাধীনতা বহন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উক্ত দেশে গায়ক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা দেশের প্রাচীন স্বাধীনতার সঙ্গীত করিয়া দেশবাসীদিগকে আরো উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ইহাতে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এডওয়ার্ড দেশের শান্তিরক্ষার্থ এককালে গায়ক দল উচ্ছেদ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

বিদেশীয় রাজার এইরূপ বিজাতীয় নিষ্ঠুরতায় ওয়েল্স বাসিগণ আরো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এডওয়ার্ড ওয়েল্স মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে তথায় সস্ত্রীক আগমন করিলেন এবং ভয় ও মৈত্রতা প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহ ভাব দূর করিলেন। এই সময়ে রাজমহিষী কার্ণারভন্ নামক স্থানে তাঁহার প্রথম পুত্র প্রসব করিলেন। এডওয়ার্ড অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি দেখিলেন ওয়েল্সের লোকেরা অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়, স্বদেশীয় রাজা না পাইলে কিছুতেই আন্তরিক সন্তোষ লাভ করিবে না। তখন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আমার নব-জাত কুমার তোমাদিগের দেশের রাজা, ইহার নাম প্রিন্স অব ওয়েল্স অর্থাৎ ওয়েল্সের যুবরাজ হইল এবং অদ্যাবধি যে কেহ ইংলণ্ডেশ্বর হইবে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্স নামে উক্ত হইবে।" রাজার বাক্যে ওয়েল্সবাসিগণ তাহাদিগের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপিত হইল মনে করিল এবং জয়ধ্বনি করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিল। এডওয়ার্ডের সুকৌশলে সেই অবধি ওয়েল্সের লোক শান্ত ভাব ধারণ করিল এবং ইংলণ্ডীয় যুবরাজগণ ওয়েল্সের যুবরাজ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এইজন্য আমাদিগের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্স নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

দুঃখিনী বিধবা ও তাঁহার একমাত্র পুত্র।*

"মা বিনা কে জানে বল মায়ের বেদনা।"

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, গ্রাম্য প্রাচীন ভজনালয়ে সর্ব্বদাই যাইতাম। তাহার ছায়াযুক্ত পথ, ক্ষয়শীল স্মরণস্তম্ভ এবং নিবিড় তরু শ্রেণী

* Translated freely from 'The Sketch Book by W. Irving.'

দর্শনে প্রাচীন কালের ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত হইত এবং মন সহজেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইত। কিন্তু ভজনালয়টী কতকগুলি ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীর নিকটবর্ত্তী থাকাতে তাহার পবিত্র প্রাচীর মধ্যেও বিলাসিতার আড়ম্বর প্রবেশ করিয়াছিল এবং যখন উপাসনা করিতে বসিতাম, চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র কীটদিগের কঠোর ভাব ও জাঁক জমক দেখিয়া মন বার বার বিচলিত হইয়া সংসারে নিক্ষিপ্ত হইত। সমুদায় উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে যথার্থ বিনয় ও ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ একটী স্ত্রীলোকে দর্শন করিলাম, তিনি দুঃখ, জরা, এবং বয়স ও দুর্ব্বলতার ভারে অবনত। কিন্তু তাঁহাতে এমন কিছু দেখিলাম, যাহাতে দারিদ্র্যের নীচতা অনুভূত হইল না। তাঁহার মূর্ত্তিতে ভদ্রোচিত গৌরবের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ যৎসামান্য বটে, কিন্তু তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। লোকেও তাঁহার প্রতি সামান্য একটু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে—গ্রামের দুঃখী লোকদিগের সহিত একাসনে না বসাইয়া বেদীর সোপানে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই রমণীর ভাব দেখিয়া বোধ হইল সাংসারিক প্রণয়, বন্ধুতা ও সামাজিকতার যে কিছু সুখ তাহা তাঁহার সম্বন্ধে বিলুপ্ত হইয়াছে, পারলৌকিক সুখের আশা ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই নাই। আমি যখন দেখিলাম প্রার্থনা করিবার জন্য ক্ষীণ ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি তাঁহার জরাজীর্ণ শরীরটী অবনত করিয়াছেন; একাগ্রমনে গদ্গদ স্বরে বার বার স্তুতিপাঠ করিতেছেন, তখন আমার বোধ হইল, আচার্য্যের স্বস্তিবাচন, বাদ্য যন্ত্রের নিনাদন এবং গায়কদলের কণ্ঠধ্বনি স্ফূরিত হইবার পূর্ব্বে এই দুঃখিনী রমণীর ক্ষীণ স্বর ঈশ্বরের কর্ণগোচর হইয়াছে।

আমি গ্রাম্য ভজনালয় সকলের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে ভাল বাসি, বিশেষতঃ উক্ত মন্দিরটী এমন সুন্দর স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, যে তদ্দর্শনে আমার চিত্ত বার বার লোলুপ হইয়াছে। ইহা একটী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত, একটী ক্ষুদ্র নদী তাহার চারিদিকে বক্রগতিতে বেষ্টন করিয়া অবশেষে একটী শোভাপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মন্দিরের চারি দিকে তাহার সমকালবর্ত্তী প্রাচীন ইউ বৃক্ষশ্রেণী, তন্মধ্য হইতে মন্দিরের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, চূড়ার চারি দিকে

কাক ও চিল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক দিন পরিষ্কৃত প্রাতঃকালে আমি সেখানে বসিয়া আছি, দেখিলাম দুই জন লোক একটী কবর খনন করিতেছে। গোরস্থানের দূরবর্ত্তী এক কোণের এক পরিত্যক্ত স্থান তাহারা বাছিয়া লইয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় নিরাশ্রয় দরিদ্র লোকদিগকে সেই স্থানে যেমন তেমন করিয়া গোর দেওয়া হয়। তাহাদের মুখে শুনিলাম এক দুঃখিনী বিধবার এক মাত্র পুত্রের জন্য এই কবর খনন করা হইতেছে। মৃত্যুর পরেও সাংসারিক পদমর্য্যাদার তারতম্যের বিচার হইয়া থাকে, আমি এই বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়জ্ঞাপক ঘণ্টানাদ শুনিলাম। দরিদ্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, ইহার সহিত আড়ম্বরের কোন সম্পর্ক নাই। কয়েকটী গ্রাম্য লোক এক সামান্য আকারের শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তদুপরি কোন আচ্ছাদন নাই। পুরোহিতের ভৃত্য উদাসীন ভাবে তাহার সম্মুখে চলিয়াছে। মৃত ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শোক-ভাণকারী অনেক লোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া থাকে, এখানে তাহাদের জন প্রাণীও ছিল না, কিন্তু আন্তরিক শোকে ভগ্ন-হৃদয় একটী স্ত্রীলোক শবের পশ্চাৎ ২ থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে। ইনি মৃত ব্যক্তির বৃদ্ধা জননী সেই দুঃখিনী বিধবা রমণী, যাঁহাকে বেদীর সোপানে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। তিনি একটী সমদুঃখিনী সঙ্গিনীর উপর ভর দিয়া চলিয়াছেন এবং ঐ দ্বিতীয়া রমণী তাঁহাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে বলিতে যাইতেছেন। প্রতিবাসী কয়েক জন দরিদ্র লোক সেইসঙ্গে জুটিয়াছে, গ্রামের কতকগুলি বালক হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়িয়াছে, কিন্তু কি হইয়াছে না বুঝিয়া কখন আমোদে চিৎকার ধ্বনি করিতেছে, কখন বালকোচিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শোকার্ত্ত বৃদ্ধার মুখপানে চাহিতেছে।

শবযাত্রী সকল যখন কবর পার্শ্বে উপস্থিত হইল, তখন পুরোহিত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান ও প্রার্থনা পুস্তক করতলে গ্রহণ পূর্ব্বক সহকারি সমভিব্যাহারে মন্দিরের দ্বার দেশহইতে বহির্গত হইলেন। এই যাজনক্রিয়া দাতব্যের কার্য্য। মৃতব্যক্তি দরিদ্র ছিল, তাহার অভিভাবিকা কপর্দ্দকহীন, সুতরাং নিয়ম রক্ষার অনুরূপ অন্ত্যেষ্টির মন্ত্রপাঠ হইল, কিন্তু তাহাতে অতিশয়

কঠোর ও তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষিত হইল। স্থূলোদর যাজক মন্দির দ্বার হইতে কয়েক পদমাত্র অগ্রসর হইয়াছিলেন; কবর স্থান হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রায় কিছুমাত্র শ্রুত হইল না; বস্তুতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ন্যায় গম্ভীর ও শোচনীয় অনুষ্ঠান এরূপ শুষ্ক কয়েকটী শব্দ উচ্চারণে পর্য্যবসিত হইতে আমি কখন দেখি নাই।

আমি কবরের নিকট আসিলাম। শবাধার ভূমির উপর স্থাপিত হইল। তদুপরি মৃত ব্যক্তির নাম ও বয়ঃক্রম লিখিত হইল—"জর্জ সমার্স, বয়স ২৬ বৎসর।" দুঃখিনী জননী একজনের হাত ধরিয়া কবরের মাথার নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার পলিত হস্তদ্বয় যেন প্রার্থনার জন্য একত্র বদ্ধ হইল, কিন্তু শরীরের ও ওষ্ঠের কম্পন ভঙ্গী দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি জননী হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত সতৃষ্ণনয়নে সন্তানের মৃতদেহের উপর স্থির দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

শবাধারটী ভূগর্ভে পুতিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যে কোলাহল শোক ও স্নেহপ্লুত হৃদয়ের পক্ষে বজ্রাঘাত তুল্য তাহাই উত্থিত হইল, বালুকা ও কঙ্করের উপর উপর্য্যুপরি কোদালের শব্দ হইতে লাগিল; যাহারা স্নেহের বস্তু, তাহাদিগের কবরে এরূপ শব্দের তুল্য হৃদয় বিদারক আর কিছুই নাই। মাতা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এই কোলাহল শব্দে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার বাষ্পপূর্ণ নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন এবং পাগলিনীর ন্যায় কাতরভাবে চারিপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লোকজন যখন শবাধারে দড়ী বাঁধিয়া তাহা নীচে নামাইতে আসিল, তিনি হস্তে হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন এবং আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গিনী রমণী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার কানে ২ এইরূপ সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন—"যাও, যাও, এত অস্থির হইওনা।" তিনি কেবল মাথা নাড়িতে ও হাত মোচড়াইতে লাগিলেন, যেন কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না।

তাহারা যখন দড়ী নামাইল, কবর পার্শ্বে তাহার ঘর্ষণ শব্দ তাঁহার অন্তরে বাজিল; কিন্তু যখন হঠাৎ শবাধারটী কবর গহ্বরের পার্শ্বে লাগিয়া বাধা পাইল, মাতৃ হৃদয়ের সমুদায় স্নেহ উথলিয়া উঠিল; যে ব্যক্তি পার্থিব

যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছেন, তাহার অনিষ্টাশঙ্কায় তিনি যেন কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি আর অধিক দেখিতে পারিলাম না, আমার হৃদয়স্থলী ফুলিয়া যেন কণ্ঠরোধ করিল, আমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল—আমার বোধ হইতে লাগিল কবরের নিকট আসিয়া এবং মাতার দুঃখের শূন্য দর্শক হইয়া আমি ঘোরতর নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতেছি। তখন আমি গোরস্থানের আর এক পার্শ্বে গেলাম এবং যতক্ষণ না শবযাত্রিরা সকলে তথাহইতে চলিয়া গেল, ততক্ষণ কবরের নিকট ফিরিলাম না।

যখন দেখিলাম, জননী তাঁহার পার্থিব সর্ব্বস্ব ধন এক মাত্র পুত্রকে গোরে রাখিয়া মৃদুপদে ও ব্যথিত হৃদয়ে জনশূন্য গৃহে অভাব সাগরে মগ্ন হইতে চলিয়াছেন, তখন আমার হৃদয় তাঁহার জন্য যে কি করিতে লাগিল বলিতে পারি না। আমি মনে করিলাম, ধনীদিগের কিসের দুঃখ! তাহাদের বন্ধু আছে, সান্ত্বনা দেয়; আমোদ আহ্লাদ আছে মনকে ভুলাইয়া রাখে এবং তাহাদের শোক উপশম ও নিবারণের সহস্র ২ উপায় আছে। যুবাদিগের বা কিসের শোক! তাহাদের সরল মন শোকের আঘাতে ছিন্ন হয় না, তাহাদের স্থিতিস্থাপক প্রকৃতি দুঃখভারে ক্লিস্ট হয় না, তাহাদের নবীন অনুরাগ শীঘ্রই নূতন পদার্থে সংলগ্ন হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের বাহ্য সান্ত্বনার উপায় নাই; সেই সকল দুঃখী লোকদিগের শোক, যাহাদের জীবন ঘোর দুর্দ্দিনের ন্যায় এবং যাহাদের আনন্দ ফুরাইলে আর পুনরাগমের সম্ভাবনা নাই, এমত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের শোক এবং বিধবা, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, বৃদ্ধকালের যষ্টি স্বরূপ, একমাত্র সন্তানের বিয়োগ শোক প্রাপ্তা জননীর শোক কোন সান্ত্বনাতেই নিবারিত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

সুখের মৃত্যু।

" জপকর তপকর মর্‌তে জান্‌লে হয়। "

মৃত্যু চিন্তা করিতে গেলে যদিও ভয় ও কস্ট হয়, কিন্তু এ চিন্তা করা অতি আবশ্যক, কারণ সকলকেই একদিন না একদিন মরিতে হইবে

লোকে যত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবন কাটান না কেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি যদি সংসারের মায়া পরিহার ও ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে না পারেন, তাঁহার সকল অনুষ্ঠান বৃথা হইল। যেরূপ মন লইয়া মরিব, পরকালে তদনুসারে সদ্‌গতি বা অসদ্‌গতি লাভ করিব। যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক লোক, তাহাদের মৃত্যু সুখের মৃত্যু। তাঁহারা ইহ-লোকে পারলৌকিক সুখের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পরলোক যাত্রা করেন, যেন বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতেছেন। কিন্তু যাহারা পাপী, সংসার মোহে অন্ধ, মৃত্যুর নামে তাহাদিগের দারুণ ভয় উপস্থিত হয়। সংসারেই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব, ফেলিয়া যাইতে মমত্ব হয়। গিজনির মামুদ মৃত্যুকালে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সম্মুখে সাজাইয়া দিতে বলেন এবং একবার সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দর দর ধারে অশ্রুমোচন করেন। সংসার ছাড়িতে তাঁহার যে কি কষ্ট হইয়াছিল তিনিই জানেন!! কিন্তু কেবল ধন থাকিলেই যে কষ্ট হয়, তাহা নয়; সংসারাসক্ত গরিব লোক মরিবার সময় পর্ণকুটিরের খুঁটীও জড়াইয়া ধরে, যদি রক্ষা পায়! কিন্তু মৃত্যু ত ধনী দরিদ্র কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নয়, কেশে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়।

যাঁহাদের সুখের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের সেই শেষ কালের বিবরণ ঈশ্বরের ক্রোড়ে অগ্রসর হইবার এক একটী আলোক স্বরূপ, এবং তাহা পাঠ করিলে অত্যন্ত উপকার হয়। আমাদিগের দেশে এমত কত ঘটনা হয়, মুমূর্ষু ব্যক্তি আপনার গঙ্গাযাত্রা করিতে বলেন, জলে পা নামাইয়া দিয়া বন্ধুগণের সহিত 'অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম' নাম ডাকিতে ২ দেহ পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতায় চূড়ামণি দত্ত নামক এক ধনবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে দান ধ্যান প্রভৃতি করিয়া মৃত্যু খাটে আরোহণ করেন এবং 'চল্লো চূড় যম জিনিতে' এই বাজনা বাজাইতে বলিয়া সবাদ্য গৃহ হইতে গঙ্গায় গমন করেন এবং সজ্ঞানে পরলোক প্রাপ্ত হন। আরো অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিয়া থাকে, দুঃখের বিষয় সে সকল লিপিবদ্ধ না হওয়াতে বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

"Annecdotes of Christian Graces" খৃষ্টীয় সাধুতার আখ্যায়িকা নামক পুস্তকে আমরা কতকগুলি ধার্ম্মিক ব্যক্তির সুখের মৃত্যুর বিষয় পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাহইতেই কয়েকটী উপাখ্যান পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি:—

ডাক্তর ওয়াট্‌স যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তিনি বলিয়াছিলেন:—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রাত্রিকালে আমি স্বচ্ছন্দে শয়ন করিতেছি, ইহলোক বা পরলোক যেখানে জাগ্রত হই, তজ্জন্য চিন্তা নাই।"

রেবরণ্ড মাথিউ হেনরী নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা মৃত্যুশয্যাতে তাঁহার বন্ধুকে বলেন "তুমি মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের কথা শুনিতে ভাল বাস। আমার কথা এই—ঈশ্বর সেবাতে এবং তাঁহার সহবাসে যে জীবন অতিবাহিত হয়, এ সংসারে তদপেক্ষা সুখের জীবন আর কিছুই নাই।"

ডাক্তার গুডউইন তাঁহার চরমকালে বলিয়াছিলেন "এই কি মৃত্যু? এই হাস্যানন বন্ধুকে আমি কত বড় শত্রু মনে করিয়া ভয় করিতাম।"

রেবরণ্ড মাথিউ ওয়ারেন মৃত্যু সময়ে বলিয়াছিলেন:—"আমি অনন্ত জীবন যাপন করিতে যাইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি বাঁচিতেও লজ্জিত নই, মরিতেও ভীত নই।"

একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক মরিবার কিছু পূর্ব্বে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকাতে অন্য লোক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন:—"বন্ধুগণ! ইহা কি সুখ ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরের সহিত চিরকাল বাস—চিরকাল, চিরকাল, চিরকাল।"

বিবী এলিজেবথ রো ডাক্তার ওয়াট্‌সকে যে শেষ পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন "আমার মর্ত্তলোকের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন সম্মুখে অসীম অনন্তকাল—অনন্তকাল! এই শব্দ কি উল্লাসকর! এই পত্র আপনার নিকটস্থ হইতে না হইতে আমি সেখানে পৌঁছিব এবং আপনি এই কয়েক পঁক্তি পাঠ করিতে না করিতে আমি ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে থাকিব।"

এচ এস গোল্‌ডিং সাহেব যখন মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন, তখন তাঁহার আত্

বলিলেন "বোধ হয় আপনি স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদ সম্ভোগ করিতেছেন?" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আহা! ইহা পূর্ব্বা স্বাদ নহে; ইহা স্বর্গ। আমি যে কেবল তাহার জলবায়ু সেবন করিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি এবং শীঘ্রই দেব সংসর্গ উপভোগ করিব।" তাঁহার মুখ হইতে শেষ বিনির্গত কথা এই:— "জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ।"

১৮১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডে কমফোর্ট কলিন্স নাম্নী একটী রমণীর আশ্চর্য্য মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স ১১১ বৎসর, ৮ মাস। তাঁহার ধর্ম্ম-জ্ঞান ব্যতীত আর সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী, পুত্র, ঘর বাড়ী, বন্ধু বান্ধব কিছু ছিল কি না ছিল, তৎকালে কিছুই তাঁহার স্মরণ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও ধর্ম্মের উৎসাহ তাঁহার মনোমধ্যে সমানরূপ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার মৃত্যু দেখিতে অনেক লোক আসিয়াছিল, তিনি সমস্ত সময় ঈশ্বরের প্রশংসা গানে ক্ষেপণ করিলেন এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোককে পরমেশ্বরকে ভাল বাসিতে ও স্বর্গের ধন সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিলেন; বারবার বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বরের সহিত এক ঘণ্টা থাকা, অন্যত্র সহস্র ঘণ্টা থাকার সমতুল্য। বন্ধুগণ! আমি ইহা জানি, ভুক্তভোগী হইয়া জানি।" পরে তাঁহার স্বর মধুররূপে বিলীন হইল। দুই এক মিনিট স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার মধুর স্বর বর্ষণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন এবং আর সকলকে ঈশ্বরকে ভয় করিতে ও ভালবাসিতে উপদেশ দিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন "প্রিয় বন্ধুগণ! যদিও তোমরা অপরিচিত, আমি তোমাদিগের সকলকে ভালবাসি, কারণ ঈশ্বর যাঁহাদিগের প্রিয়, তাঁহারা আমারও প্রিয়, তাঁহার নাম ধন্য হউক।" তিনি সকলের হাত ধরিয়া যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার মুমুর্ষ কালের এই ভাব দর্শকদিগের কাহার চিত্তপট হইতে কোনকালে অপনীত হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইল ষ্টিফেন কার্রকিত নামক ২৫ বর্ষীয় এক ব্যক্তি [illegible]ীর গ্রামের ভূনিম্নস্থ এক আকরে কর্ম্ম করিতে করিতে উপরের

গাঁথনি হঠাৎ খসিয়া পড়াতে জীবন্ত পুতিয়া যান। জর্জ ট্রিচরো নামক এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া কেহ নিম্নে পড়িয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কারকিত দৃঢ়স্বরে বলিলেন, তিনি মৃত্যুর শীতল হস্ত স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিবার উপায় আছে কি না আছে, জানিতে চান।' ট্রিচারো বলিলেন প্রায় ১৫০ মণ রাবিস তোমার মস্তকে ও চতুর্দ্দিকে পড়িয়াছে, তোমার বাঁচিবার আর কোন আশা নাই; কোন মনুষ্য তোমাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে করিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া তোমার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া কারকিত বলিলেন "যা হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, সকলি ঈশ্বরের হাত, যা ভাল হয়, তিনি করুন্। আমার পুত্রবৎসল পিতামাতাকে বলিও তাঁহারা যেন শোক না করেন, আমি কেবল এখনি সুখানুভব করিতেছি, ধর্ম্মজীবনের উপকারিতা এখনি অনুভব করিতেছি। ঈশ্বর আমার নিরাপদ দুর্গ এবং আমি স্বর্গের দিকে যাইতেছি এখন বুঝিতেছি।" তাঁহার স্বর বন্ধ হইল, আর কথা বলিতে পারিলেন না।

রাজার ক্ষমতা কে দিল ?

সকল মনুষ্য সমাজকেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে দেখা যায়। ইহাঁদিগকে রাজা অথবা রাজপুরুষ কহে। রাজপুরুষেরা সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ও শাসনকর্ত্তা; সমাজের যাবতীয় লোকেই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার এবং তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। রাজপুরুষেরা প্রজাদিগকে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন; দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহারা তাহার নিষ্পত্তি করেন; আমরা মারামারি করিলে তাঁহাদিগের নিকট দণ্ডনীয় হই, কিন্তু তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অপরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারেন;—এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই তাঁহারা সকলের প্রধান। সকলে তাঁহাদের অধীন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কাহারও অধীন দেখিতে পাই না।

রাজপুরুষদিগের কিরূপে এই শাসনক্ষমতা ও প্রাধান্য হইল, কে আ

ইহা দিল?—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে প্রজা সাধারণই এ ক্ষমতা ও প্রাধান্যের মূল এবং তাহারাই রাজপুরুষদিগকে ইহা প্রদান করিয়াছে। নতুবা প্রজা সাধারণের অসম্মতিতে একজন আপন ইচ্ছায় রাজশক্তি অধিকার করিতে পারে না। প্রজা সাধারণ এই শক্তির মূল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তাহারা স্পষ্টাভিধানে রাজপুরুষদিগকে এই শক্তি দিয়া থাকে তাহা নহে। সাধারণ তন্ত্রে তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে দেশের সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা ও পদ প্রদান করে, সুতরাং এস্থলে রাজপুরুষদিগের শক্তি যে প্রজাদিগের হইতে বিভিন্ন নয় তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। কিন্তু যে দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে প্রায়ই পিতার পর পুত্র, তৎপরে তাহার পুত্র এইরূপ এক নির্দ্দিষ্ট রাজবংশের পুরুষ পরম্পরা দেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন, সুতরাং বোধ হয় যেন সে দেশের শাসনাধিকার আর কাহারও নাই, এবং প্রজাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে যেন সেই বংশের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে;—প্রথমে যদিও এরূপ বোধ হয় এবং রাজা যদিও সমস্ত দেশের অধীশ্বর অথবা অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, তথাপি একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার ক্ষমতা, পদ, উপাধি সমুদায়ই প্রজাদত্ত। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বাক্যটি এ বিষয়ে খাটে। প্রজাগণ যে বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ না করে, সে বিষয় তাহাদের অভিমত বলিয়া বোধ হয়। এমন কতকগুলি অধিকার আছে কেবল রাজা তাহা প্রাপ্ত হয়েন, এমন কতকগুলি কর্ম্ম আছে কেবল রাজা তাহা সম্পন্ন করেন, তাঁহার সেই সকল অধিকার প্রাপ্তি এবং কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে কেহ কোন আপত্তি করে না। মনে কর একজন আমার কোন দ্রব্য চুরি করিয়াছে, চোরের দণ্ডবিধান রাজা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাকে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। আমি যে রাজদ্বারে উপস্থিত হই, ইহাতে আমি রাজক্ষমতার বশীভূত হইলাম; আমি যদি নিজে চোরকে শাস্তি দিই তবে আমার প্রতিবেশী পাঁচ জন প্রচলিত নিয়ম উলঙ্ঘন হেতু আমাকে রাজদ্বারে শাস্তি দেওয়া-ইবেন; অথবা রাজপুরুষগণ যখন আমার এই অকর্ম্ম হেতু শাস্তি দিবেন,

তখন তাঁহারা রাজার পক্ষ থাকিবেন, আমার হইয়া রাজার বিপক্ষতাচরণ করিবেন না। এই রূপ প্রজাদের সম্মতি থাকাতেই রাজা অবাধে আপন ক্ষমতা চালাইতে পারেন, অতএব প্রজাগণই পরোক্ষভাবে রাজাকে শাসন ক্ষমতা দিতেছেন। আরও ইহা দেখা যাইতেছে যে যতদিন প্রজাদের অভিমত হন, তত দিনই ব্যক্তিবিশেষ তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন; প্রজাগণ যে রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে সে কেবল আপনাদের সুবিধা বিবেচনায় স্বইচ্ছায় করিয়া থাকে, নতুবা তাহারা আপনাদের অনভিমত কোন রাজাজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য নহে; বরং এরূপ অনভিমত রাজাজ্ঞা প্রচার হইলে তাহারা বিধিমতে তাহার প্রতিকূলাচারী হয়, রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অথবা প্রজাপীড়ক হইলে তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করে।—যদি রাজাকে প্রজাবর্গের ইচ্ছাধীন হইয়া চলিতে হইল, তবে তাহার শক্তি প্রজা-দত্ত নয় ত কি? অতএব রাজশাসন অথবা রাজশক্তি বলিয়া যে একটী বিশেষ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের শক্তি নহে, পরন্তু সমবেত প্রজা মণ্ডলীর সাধারণ বল। রাজপুরুষগণকে এই শক্তি সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সমাজের নিয়ম ক্রমে তাঁহারা প্রজাবর্গের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করেন।

উপরে ' প্রজাবর্গ, " প্রজাগণ " প্রভৃতি যে শব্দ ব্যবহৃত হইল তাহাও সমুদায় প্রজাশ্রেণীর সমষ্টি অথবা প্রজাশ্রেণী সমষ্টির অধিকাংশ বুঝিতে হইবে; নতুবা দুই চারিজনের পক্ষে উপরোক্ত কথা গুলি খাটে না। বরং প্রায় সকল শাসনই দুই চারিজন—দুই চারিজন কেন—অনেক প্রজার অসুখের কারণ, সুতরাং অনভিমত। চুরি করিলে রাজা দণ্ড দিয়া থাকেন, সুতরাং চোরকে কষ্ট পাইতে হয়; চোরের ইচ্ছা যে চুরি দণ্ড উঠিয়া যায়—এবং সমাজে চোরের সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু চুরির দণ্ড উঠে নাই, এবং উঠানও উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে অধিকাংশ প্রজার ক্ষতি হয়। কিন্তু মনে কর রাজা সমস্ত প্রজার কাণ কাটিয়া লইবার অথবা সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন; প্রজাগণ কি এ আজ্ঞা পালন করিবে? রাজা উপযুক্ত হইলে যে কোন প্রজার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন; দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলে অন্য কোন প্রজা তাহাতে

আপত্তি করে না, কেননা তাহার প্রাণদণ্ড তাহাদের অভিমত। কিন্তু মনে কর রাজা কতকগুলি প্রজার ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য অকারণে তাহাদের প্রাণবধ করিলেন। এরূপ স্থলে কি হইবে?—সমস্ত প্রজাই তাঁহার উপর বিরক্ত হইবে, তাঁহার অপকর্ম্মের উল্লেখ করিবে, তাঁহাকে উপদেশ দিবে এবং কিছুতেই কিছু না হইলে বলপূর্ব্বক নিরস্ত করিবে। রাজার যে অপরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাও প্রজাদত্ত। শত্রুদমন, দেশরক্ষা, পরদেশ জয় এই সকল উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ হয়; এ সকল ব্যাপারের সহিত সমস্ত প্রজা মণ্ডলীর স্বার্থ সম্বন্ধ আছে; সুতরাং রাজা যখন যুদ্ধ করেন, তখন তিনি প্রজারই কার্য্য সাধন করেন; প্রজারা তজ্জন্য তাঁহাকে ধনবল, লোকবল, বুদ্ধিবলাদি দিয়া সাহায্য করে; নতুবা তাহাদের সাহায্য ব্যতীত রাজা কিছু একা যুদ্ধ করিতে পারেন না। যদি কখন রাজা কেবল স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজার রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত করিতে যান, তবে প্রজাগণ তাঁহাহইতে বিচ্ছিন্ন হয়। রাজা দেশের অধীশ্বর; কিন্তু তাহা বলিয়া কি তিনি আপন রাজ্য অন্যকে যথেচ্ছাক্রমে দান বিক্রয় করিতে পারেন, না আপন রাজ্য বলিয়া তাহাহইতে প্রজাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারেন? এইরূপ যে দিক্ আলোচনা করা যায় সেই দিকেই দেখিতে পাই যে রাজ-ক্ষমতা প্রজাদত্ত; রাজ পুরুষদিগের স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই।

অনেক স্থলে এমন ঘটে যে রাজা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু প্রজাগণ তাহা সহ্য করিতেছে, রাজা নিতান্ত অনভিমত হইলেও তাহারা তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। এরূপ হইবার কারণ রাজ-প্রতাপের আতিশয্য। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রজা হইতে রাজা যে ধন ও ক্ষমতা পান, তাহা সময়ে সময়ে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে; এবং রাজা সেই ধন ও ক্ষমতার বলে কতকগুলি লোক হস্তগত করিয়া নিজের একটী দল করিয়া তুলেন এবং তাহার বলেই প্রজাদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন; নতুবা যদি সমস্ত প্রজা মধ্যে ঐক্য থাকে, তাহা হইলে রাজার সাধ্য কি যে তিনি তাহাদের অনভিপ্রেত কিছু করেন?

পূর্ব্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল রাজা দেবতার অংশ বিশেষ, তিনি যাহা করিবেন লোকে তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না ; তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকলকে ধন প্রাণ মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সকলই বিসর্জ্জন দিতে হইবে ; তিনি ভাল হউন বা মন্দ হউন, দেবতা হউন আর রাক্ষসই হউন, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিবেন না ; সকলকেই ক্রীত দাসবৎ তাঁহার পাদলেহন ও দেববৎ তাঁহার পূজা করিতে হইবে। এখন আর সে বিশ্বাস নাই ; এখন তিনি উপাস্য আমরা উপাসক, তিনি প্রভু আমরা ক্রীতদাস নহি। এখন তিনি সমগ্র প্রজাবর্গের সেবক, তিনি তাহাদের প্রতিনিধি মাত্র। যেমন সমাজের কতক লোক কৃষিকার্য্য, কতক শিল্প, কতক বাণিজ্য, কতক শিক্ষকতা ইত্যাদি কর্ম্ম করেন, তেমনই এক বা ততোধিক ব্যক্তি তাবৎ ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজ্য শাসন করেন। তবে অপর হইতে তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়াছি। যিনি শাসন করিবেন তাঁহার প্রভুত্ব চাই, নতুবা লোকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে কেন? বল চাই, নতুবা দুষ্ট দমন হইবে কেন?—ধন চাই, নতুবা তিনি সমূহ প্রজার উপকার করিবেন কি রূপে? সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে এ সমুদায় দিয়াছি,—দিয়া যদিও স্পষ্টাক্ষরে না হউক, তথাপি কার্য্যতঃ এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছি, যে তিনি আমাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিবেন, আমরা তাঁহার অধীন হইয়া চলিব ; আমরা তাঁহার উপর নির্ভর করিব, তিনিও আমাদের উপর নির্ভর করিবেন।

বিপত্নীকের বিলাপ।

'আঁধার সংসারে মম
একমাত্র অনুপম
ছিল আলো, তাও কাল
নিবাইল দুরাচার!

—

বল কত দিন আর!
কত দিন আর পারিবে বহিতে
হৃদয় শোকের ভার!
নয়নে নয়ন, কতদিন আর
সম্বরি সহিবে, প্রবাহ আসার!
গোপনে ক্রন্দন করিয়া জীবন,
থাকিবারে পার
কত দিন আর! ১

ঘন আড়ম্বরে অম্বর-অম্বরে,
কত কাল রহে ঘন ?
বিজলী বিদায় জলদ উরসে
থাকি ঝলসে নয়ন ?
ক্ষণে ঘন দল বরষে প্রবল ;
ছটা হতে ছোটে অশনি উজ্জ্বল ;
দাহ্য বস্তু যত জন্মিয়া নিয়ত,
সহসা উঠয়ে
জ্বলিয়া অনল ! ২

বন্যার জীবনে প্লাবিতা তটিনী
তটেতে কি বদ্ধ রহে ?
উচ্ছ্বসিত হয়ে, দুকূল ছাপিয়া,
প্রবল তরঙ্গ বহে।
মহাধূম হ'তে দেখিতে দেখিতে,
ধ্বক্ ধ্বক্ শিখা, নাচিতে নাচিতে
উঠে প্রজ্বলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া
বিদরে পর্ব্বত
অন্তর অগ্নিতে ! ৩

বিদরে পর্ব্বত অন্তর অগ্নিতে !
আশ্চর্য্য কি বল তবে ?
অন্তর অগ্নিতে অস্থির হইয়া,
হৃদয় বিদীর্ণ হবে ?
ফাটিলে পর্ব্বত হৃদয়-কন্দর,
ছোটে না কি অস্ত্র ধাতব প্রস্তর ?
ফাটিলে হৃদয় ছুটিবে নিশ্চয়,
হৃদয় নিহিত
পদার্থ নিকর ! ৪

কোন্ আবরণে হৃদয় আবরি রাখিতে
পারে জ্বলন্ত অনল ?
প্রস্রবণ মুখে প্রস্তর পড়িলে,
বদ্ধ কি হয় সে জল ?
হৃদয় ! তোমার স্বভাব কি মত ?
গঠন কঠিন উপাদানে কত ?
নতুবা কেমনে জ্বলন্ত দহনে
রাখিবে গোপনে
চাপিয়া এমত ? ৫

ধন্য! তোমা প্রাণ! কোন প্রাণে-ভুলি
প্রাণের পুতুলী ধনে !
আছ এত দিন ? আধার ছাড়িয়ে
আধেয় কি রহে ক্ষণে ?
সত্য বটে, যদি দিবস যামিনী
জপ মালা তব, মন্ত্র-নিতম্বিনী !
তবু একি রীতি ? কিসে এত প্রীতি?
চাহ যারে, ছাড়ি
প্রাণ সীমন্তিনী ? ৬

কোথা প্রাণেশ্বরি ! হৃদয়ের মণি !
জীবন সর্ব্বস্ব-ধন !
কত দিন আজি হলো, সু বদনি !
দেখিনি বিধু-বদন।
সে মধুর হাসি, চপলা উদাসী,
হৃদয়ের জ্যোৎস্না, কত ভাল বাসি !
শয়নে, স্বপনে, সদা জাগে মনে,
আত্মায় অঙ্কিত
ছবি অবিনাশী ! ৭

সে চারু নয়ন! স্নেহ-নিকেতন!
দূরি, প্রসন্নতা-ময়!—
সতত প্রফুল্ল—প্রীতি পূত জলে
ঢল ঢল কুবলয়!
যত দেখি, তত আরো সাধ মনে
তৃপ্তি নাহি কভু হ'তো দরশনে!
হৃদয় ভরিয়ে, দৃষ্টি সুধা পীয়ে
নাচিত নয়ন
নিত্য বিলোকনে! ৮

ও রূপ-মাধুরী, পারি কি ভুলিতে?
চিরদিন হৃদে আঁকা!
আঁধার সংসারে ধ্রুব ভাতি, মম
জীবনের নিত্য-রাকা!
কেমনে ভুলিব, থাকিতে জীবন!
শিরোমণি ফণী ভুলে কি কখন?
হৃদয়ের নিধি, ভুলিবে কি হৃদি?
তুমি কি আমার
ভুলিবার ধন? ৯

কত গুণ তব! পারি কি বর্ণিতে?
গুণবতী, তুমি সতি!।
স্নেহের আধার! প্রেম-নিকেতন!
সরলতা মূর্ত্তিমতী!
জীবন-বৃক্ষের সুবাসিনী ফুল!
সুখে দুখে মম সদা অনুকূল!
হৃদয়ের শান্তি! সু-কোমল কান্তি
আনন্দ বরধি!
ভুবনে অতুল! ১০

কত পুণ্য ফলে, তোমা হেন নিধি,
দিয়াছিল মোরে বিধি!
আমি হতভাগা অযোগ্য তোমার!
দরিদ্র কি চিনে নিধি!
কোথা জন্মদুখী ভুঞ্জে চির-সুখ?
কে ঘুচাবে তার কর্ম্ম ফল দুঃখ?
তাই তো পাইয়ে, হারালেম প্রিয়ে
কর্ম্ম ফল হেতু
বিধাতা বিমুখ! ১১।

আর কি জীবন, জীবন থাকিতে
জীবনের ধনে পাবে?
এ পাপ নয়ন, ও বিধু-বদন
আর কি দেখি জুড়াবে?
চির নিরানন্দ আঁধার সংসার।
আনন্দ কিরণে ভাতিবে কি আর?
আর কি আলয় সদানন্দময়,
তব সমাগমে
হবে পুনর্ব্বার? ১২

আর কি রসনা সরস অন্তরে,
পুলকে প্রেমের ভাবে,
সরস অমৃত নিতম্বিনী—নাম
বলিয়ে, গলিয়ে যা'বে?
ও বরাঙ্গ-অঙ্গ করি আলিঙ্গন,
জুড়াবে কি আর হৃদয় জীবন?
সুধা বরিষণে আর কি শ্রবণে,
মোহিবে মধুর
অমিয় বচন? ১৩

তোমার বিরহে—দুঃসহ দহনে
নিয়ত দহিছে দেহ!
কোথা প্রাণেশ্বরি! এসে রাখ প্রাণ,
একবার দেখা দেহ!
বিরস বদন দেখিলে আমার
বলিতে যে প্রাণে সহেনা তোমার!
কাতর হইয়া হৃদি পরশিয়া
কত যে কহিতে
কথা সান্ত্বনার! ১৪

এখন এমন দশা বিলোকনে,
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ?
এই কি তোমার ব্যাভার প্রেয়সি?
ব্রততী কি ছাড়ে গাছ?
জলধর—কোল তড়িত উজালা
জল-নিধি-বক্ষ তরঙ্গিণী মালা,
কৌমুদী কি কভু ছাড়ে নিজ প্রভু
ছাড়িবে কি সতী
পতি-কণ্ঠ-মালা? ১৫

তুমি পতি-ব্রতা সতী-সীমন্তিনি!
পতি-গত প্রাণ হিয়ে!
কেমনে বিশ্বাসি, এমন করিয়ে
ত্যজিবে আমায় প্রিয়ে?
এত ভালবেসে শেষে কি এ ফল?
জীবনের সাধ মিটিল সকল!
চির আশা-মূল, হইল নির্ম্মূল!
প্রেম-সিন্ধু মথি,
লাভ হলাহল! ১৬

আগেতে এমন জানিতাম যদি
ভাল বেসে হেন হ'বে।
প্রাণের সহিত প্রেয়সি কি কভু,
ভাল বাসিতাম তবে?
কেন এত ভাল-বাসিতে আমায়?
কেন এত ভাল-বাসিতে আমায়?
তাই কি কারণে, বিরহ—দহনে
চির দিন দগ্ধ
হ'বে হৃদি কায়? ১৭

ক্ষণেক বিচ্ছেদে কত খেদে আগে,
কাঁদিতে, কাঁদিতে আর!
জনমের মত বিচ্ছেদ এখন!
কভু কি ভুলিতে পার?
বৃথা প্রিয়ে তোমা, করি তিরস্কার।
কি করিবে তুমি? কি দোষ তোমার?
নিয়তির গতি রোধিবে কি সতি?
করিবে খণ্ডন
লিপি বিধাতার? ১৮

পৃথিবীর দিন হইল গণন,
ফুরাইলে কার্য্য ভার,
অনন্ত অর্ণবে, জীবন—তপন
ডুবিলে, কি খেদ তার?
বড় খেদ, যদি মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
অকস্মাত রাহু সর্ব্ব গ্রাস করে।
না ফুটিতে ফুল, ছিন্ন তরু মূল!
অকাল—মরণ
ত্রিশূল অন্তরে! ১৯

এই দীপ-শিখা   নাচিয়া নাচিয়া,
খেলিত অনিল সনে,
সহসা নিবিল!   ডুবিল তরণী
তরঙ্গ-হীন জীবনে!
মনের যে আশা মনেই রহিল!
জীবনের সাধ কভু না পূরিল!
অসময়ে কাল   বদন করাল
বিস্তারি, জীবন
গরাসি লইল! ২০

মরি! প্রাণেশ্বরি! কি মনে করিয়া,
না জানি, ত্যজিলে প্রাণ!
জীবনের ধন—প্রিয় পুত্র-গণে?
কা'রে সঁপে গেলে সাধের সংসার?
কোথা মন্দভাগা দয়িত তোমার?
ভেবেছ কি তায়,   মরণ শয্যায়?
অথবা তাহায়
সন্দেহ কি আর! ২১

যবে দিদি, তোমা   চেতন কারণ
মম নাম নিলা ছলে!
যমনি আগ্রহে   খুলিয়া নয়ন,
সুধালে "কোথায়" বলে!
এসেছে দেখিতে, কথা কবে" বলে,
রবিলা দি দি, তিতি অশ্রু জলে!
" মৃদুস্বরে   বলি, ক্ষণ'পরে
কি ভাবিলে, মিথ্যা
বুঝিয়া কৌশলে? ২২

মনো গত কথা   রহিল মনেতে,
কহিতে হলোনা আর!
নীরব হইলে!   নীরব হইল,
একবারে বীণা তার!
আর এ সংসারে সে বীণা নিক্কণ
শুনিব না কভু, থাকিতে জীবন!
বড় খেদ মনে   রহিল, ললনে!
মরণ—সময়ে
হলো না দর্শন! ২৩

বৃথা ধন আশে,   প্রাণ ধন, তোমা;
ত্যজি, আইনু বিদেশে!
এ দুঃখ আমার   মোলেও যাবে না!
দেখা হইল না শেষে!
আগে বুঝি, প্রিয়ে, জানিতে পারিয়ে,
লিখেছিলে তাই, তেমন করিয়ে!
ছলিয়ে আমায়,   লইলে বিদায়,
"আর বুঝি দেখা
হ'বে না," বলিয়ে! ২৪

তুমি পুণ্যবতী!   সতি! ভাগ্যবতি!
পতি, পুত্র বর্ত্তমানে,
গেলে নিত্য ধাম,   আলো করি দিক্,
চ'ড়িয়ে দিব্য বিমানে!
পরিত্যক্ত হ'য়ে আমি অভাজন,
রহিলাম মাত্র করিতে ক্রন্দন!
তোমা বিনা আর কিসের সংসার?—
শ্মশান সমান
হ'য়েছে এখন! ২৫

নয়নের তারা—"উপেন," "সুরেন,"
"সুখ" "শান্তি" তব, প্রিয়ে!
সুকুমার হৃদে শোকের আঘাত!
প্রাণ ফাটে নিরখিয়ে!
কে আর তেমন করিবে যতন!
সময়ে যোগাবে পানীয়, ভোজন!
তোমা—সম্বোধিয়ে, উঠিলে কাঁদিয়ে,
কে পারে তা-দেরে
করিবে সান্ত্বন? ২৬

আপনার কথা, কি বলিব আর!
বলিবার কিবা আছে!
হৃদয়বাসিনি! হৃদয়ের ব্যথা
গোপন কি তব কাছে!
যত দিন ভবে হ'বে অবস্থান,
যত দিন দেহে র'বে এ পরাণ!
তত দিন, প্রিয়ে! হৃদয় ভরিয়ে,
করিব তোমার
নাম, গুণ গান! ২৭

যাও পুণ্য ধামে, পুণ্যবতি, তুমি,
নিবারণ নাহি করি!
যে লোকেই কেন থাক না, তথাপি
আমার জীবিতেশ্বরী!
এ বিশ্বাস হৃদে সেথা চিরন্তন—
নিত্য ভাল-বাসা অবিনাশী ধন!
মরণে কি খেদ? হ'বে কি বিচ্ছেদ?
কে করিবে ছেদ
আত্মার বন্ধন? ২৮

আর কাঁদিব না! কেন বিলাপন?
কিসের বিরহ ভয়?
অতি প্রিয়তম প্রাণ কি কখন
কারো দরশন হয়?
প্রাণ রূপে আছ প্রাণ নিকেতনে!
কেমনে হেরিব এ পাপ নয়নে?
যবে দেহ-ভার খসিবে আবার
মিলিব দুজনে
অনন্ত জীবনে! ২৯ *

রাজ্ঞী ফিলিপার সদাশয়তা।

ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ডের পত্নী ফিলিপা কালে নগরবাসীদিগের প্রতি যে একটী দয়ার কার্য্য করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। স্বামীর অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কেও কোমল এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে ক্ষমাশীল করিবার ক্ষমতা যে স্ত্রীলোকের আছে, ইহা দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়।

* আমাদিগের কোন প্রিয় বন্ধু স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে এই শোকময় কবিতাহার গাঁথিয়াছেন। পাঠিকাগণ ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার দুঃসময় দুঃখিতা এবং পত্নীর প্রতি পতির বিশুদ্ধ অনুরাগ অনুভব করিবেন।

তৃতীয় এডওয়ার্ড ফরাসীদিগের দেশ জয় করিতে গিয়া কয়েকটী যুদ্ধে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। ১৩৪৬ সালের ২৬ এ আগস্ট ক্রেসির যুদ্ধে তিনি ও যুবরাজ ব্লাক প্রিন্স প্রায় ৪০ হাজার ফরাসী নিহত করিয়া ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে পরাজয় করেন। ফরাসীরা বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া কালে নামক নগরের অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এডওয়ার্ড এক বৎসর কাল এই দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। তিনি শত্রুদিগকে অনাহারে মারিবার জন্য দুর্গের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠময় গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া এরূপে সেনা নিবেশ করিলেন, যে দুর্গ মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য পাইবার আর উপায় রহিল না। দুর্গাধ্যক্ষ আহার কষ্টের সম্ভাবনা ভাবিয়া প্রথমে দুর্গ হইতে বালক বৃদ্ধ প্রায় ১৭০০ লোক বাহির করিয়া দেন। ইংলণ্ডেশ্বর তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবার পথ দিলেন এবং তাহাদিগকে কিছু কিছু আহার ও অর্থ দিয়াও বিদায় করিলেন। কিন্তু দুর্গবাসিগণ পরাজয় স্বীকারে যত অধিক বিলম্ব করিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় ততই কঠোর ও ক্রোধান্ধ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে অনাহারে মৃতপ্রায় ও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন আর ৫০০ লোক বহির্গত হইলে তিনি তাহাদিগকে যাইবার পথ দিলেন না। দুর্গবাসিগণ নিতান্ত প্রপীড়িত ও নিরুপায় হইয়া শেষে ফ্রান্সরাজের নিকট এই পত্র খানি প্রেরণ করিল:—

"এখানে ঘোড়া, কুকুর ও ইন্দুর যাহা পাইয়াছি, আমরা সকলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন যদি আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করেন ভালই, নতুবা আমরা হয় ইংরাজদিগের অধীন হইব; নয় পরস্পরে পরস্পরকে ভক্ষণ করিব।"

ফিলিপ অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের উদ্ধারার্থ আর একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ইংরাজ সৈন্যদল ভেদ করিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি সে স্থানের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন দুর্গবাসিগণ ইংরাজরাজের শরণাপন্ন হইবার জন্য তাঁহার নিকট কতিপয় দূত প্রেরণ করিল। এডওয়ার্ড দূতগণকে বলিলেন, "তোমাদিগের সেনাপতিকে বল, নগরের ৬ জন প্রধান লোক কেবল এক একটী কুরতী পরিয়া

খালি পা ও গলরজ্জু হইয়া দুর্গ ও নগর দ্বারের চাবি লইয়া আমার নিকট আসিবে, তবে আমি অন্য কথা শুনিব।”

দুর্গাধ্যক্ষ প্রকাশ্যস্থানে নগরবাসী সকলকে একত্র করিয়া যখন ইংলণ্ডরাজের আজ্ঞা জানাইলেন, তখন সকলে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল, বিপক্ষরাজের ক্রোধ খর্পরে আত্ম সমর্পণ করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। অবশেষে ইউস্টেস ডি সেন্ট পিয়ারী নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ইংলণ্ডাধিপতি ৬ ব্যক্তিকে চাহিতেছেন, তাহা না পাইলে সমুদায় নগরবাসীকে ধ্বংস করিবেন, অতএব আমি ৬ জনের মধ্যে একজন উপস্থিত আছি। এই ব্যক্তির সৎসাহস ও দেশহিতৈষিতার দৃষ্টান্তে নগরবাসিদিগের প্রাণরক্ষার্থ একে একে আর ৫ জন সম্ভ্রান্ত লোক আপনাপন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ স্বয়ং সাংঘাতিক আঘাতে চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলেন, ভুক্তাবশিষ্ট একটী অশ্বারোহণে ৬ জন নগরবাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন, লোক সকল রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল।

সম্ভ্রান্ত ৬ ব্যক্তি রিক্তপদে গলরজ্জু হইয়া নিকটস্থ হইলে এডওয়ার্ড ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং এককালে ছয় জনেরই শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন। সার ওয়াল্টার ম্যানি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এডওয়ার্ড কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাজ্ঞী ফিলিপা জানু পাতিয়া করযোড়ে রাজসম্মুখে নিবেদন করিলেন, “আমার উপরোধে এই স্বদেশহিতৈষী বিপন্ন লোকদিগের প্রাণ দান করিতে হইবে।” ইংলণ্ডেশ্বর অনেকক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন “তুমি কেন স্থানান্তরে থাকিলে না, যাহাহউক আমি তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।” রাজ্ঞী আশ্বাসবাণী শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া ছয় ব্যক্তিকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন, উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিলেন এবং পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া কিছু কিছু উপঢৌকনসহ বিদায় করিলেন। রাজ্ঞীর সদ্ব্যবহারে কালেবাসিগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সদাশয়তার জন্য তাহারা চিরকাল তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিত।

মুসলমানদিগের বিবাহ প্রণালী।

মুসলমানদিগের মতে বংশবৃদ্ধি হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিস্তার হওয়াই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহাদিগের বিবাহে পাঁচটী কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়ঃ—

(১) কন্যার অভিভাবক থাকা আবশ্যক, অভিভাবক না থাকিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। যে কন্যার অন্য কোন অভিভাবক নাই, ভূস্বামী তাহার অভিভাবক।

(২) বিবাহে কন্যার সম্মতি আবশ্যক। কন্যা অল্পবয়স্কা হইলে যদি পিতা বা পিতামহ তাহাকে দান করেন, তবে তাহার সম্মতি না হইলেও চলে। কিন্তু তথাপি কন্যাকে বিবাহের বিষয় জ্ঞাপন করিলে ভাল হয়। কন্যা তাহাতে কোন আপত্তি না করিলে, উত্তম।

(৩) বিবাহ কালে দুই জন সাক্ষী উপস্থিত থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপক ও কয়েক জন দরবেশের (সন্ন্যাসীর) সাক্ষাতে বিবাহ হইলে ভাল হয়।

(৪) বিবাহের খোতবা (এক প্রকার মন্ত্র) পাঠের পর অভিভাবক বরকে বলিবেন বিস্‌মোল্লা ও এলহমদাল্লা. (প্রশংসিত ঈশ্বরের নামে) অমুকীর বিবাহ তোমার সঙ্গে এত টাকা পণে সম্পন্ন করিয়া দিলাম। বর সেইরূপ বিস্‌মোল্লা ও এলহমদাল্লা নাম উচ্চারণ করিয়া বলিবেন এই বিবাহ এত টাকা পণে আমি স্বীকার করিলাম।

(৫) যে কন্যা বিবাহে বদ্ধ আছে বা অন্য পুরুষের সঙ্গে যাহার বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়াছে এবং যে কন্যা মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ [illegible]রিয়াছে, কিম্বা পৌত্তলিক, অথবা ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ এবং [illegible]কালে বিশ্বাস করে না, কি অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত [illegible]য়া উপবেশন করে, কি নমাজ পড়ে না ও নমাজ না পড়িলে কোন [illegible]প নাই বলিয়া থাকে, যে কন্যা নস্‌রাণী কিম্বা ইহুদী কুলোৎপন্না [illegible]থবা মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নস্‌রাণী কি ইহুদীধর্ম্ম স্বীকার [illegible]রিয়াছে কিম্বা ক্রীতদাসী, এমত কন্যাকে বিবাহ করা অবৈধ। কন্যা

যদি বরের অত্যন্ত নিকট সম্পর্কীয়া হয়, বর পূর্ব্বে কন্যার কন্যা অথবা মাতা বা মাতামহী কিম্বা পিতামহীকে বিবাহ করিয়া থাকিলে, কিম্বা কন্যা বরের পিতা বা পুত্রের সহিত পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়া থাকিলে, অথবা বরের চারিটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে বা কন্যার পিসী বা মাসী কি ভগিনী বরের পত্নীরূপে বিদ্যমান থাকিলে বিবাহ অসিদ্ধ। পিতা পিতামহাদি অভিভাবকশূন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ অসিদ্ধ।

বহু ভার্য্যা গ্রহণ মুসলমান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু চারিটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রত্যেক পুরুষের বিবাহ করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি ন্যায়োপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালনে আপনাকে অক্ষম মনে করেন এবং যিনি বিবাহে বদ্ধ হইলে ধর্ম্মোন্নতির হানি হইবে মনে করেন তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ করা শাস্ত্রসঙ্গত নয়। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে দেখিয়া মনোনীত করিবার বিধি আছে। বরকে কন্যার পণস্বরূপ কিছু দান করিতে হয় এবং কাবিল (স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় বরের দানপত্র) লিখিয়া দিতে হয়। কোন গুরুতর দোষ হইলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কঠোর শাসন। স্বামী স্ত্রীকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া দাসীর ন্যায় আপন সেবাতে নিযুক্ত রাখিবে, তাহাকে কোন পুরুষের মুখাবলোকন এবং কোন পুরুষকে তাহার মুখাবলোকন করিতে দিবে না। স্ত্রী নিতান্ত অবাধ্য হইলে স্বামী কোমলভাবে প্রহারও করিতে পারিবেন। ভর্ৎসনারত কথাই নাই।

স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের অনেকগুলি নিয়ম অতি কুৎসিত। দুই চারিটী ভাল নিয়মও আছে। স্বামী স্ত্রীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন, প্রাণপণে তাহার সন্তোষ বিধান করিবেন, সুচরিত্রা ধার্ম্মিক স্ত্রী… সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিবেন। স্ত্রীকে আপনার ধর্ম্মপথের সহায় জ্ঞা… তাহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত থাকিবেন, এরূপ সৎবিধি সকলও মুসলম… শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরুবীয় জাতি।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু নামে একটী দেশ আছে। এই দেশ স্ব প্য প্রভৃতি মহামূল্য ধাতুর খনির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাতে সহস্র সহস্র খ নি আছে, তাহাহইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ২ কোটী টাকা মূল্যের ধাতু প্রাপ্ত হও যাইত। পেরু সুপ্রসিদ্ধ জ্বরঘ্ন ঔষধ কুইনাইনের জন্ম স্থান। যে সি না রক্ষের ছালে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, তাহা এই দেশে প্রথমে দৃষ্ট হয়। পেরুদেশের লোকদিগকে পেরুবীয় জাতি বলে।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে মোগলদিগের রাজত্বের আরম্ভ, তৎকালে স্পেনীয়ে পেরুদেশ জয় করিয়া লয়। স্পেনীয়েরা যখন এদেশে প্রবেশ ক তখন ইহাতে সভ্যতার অভাব ছিল না। ইহাতে সুনিয়মিত শাস প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধিবাসীগণ পরিপাটী পরিচ্ছদ পরিধান করিত এবং সুখদ গৃহে বাস করিত। তাহারা উপযুক্ত রূপে ক্ষেত্রকর্ষণ এবং খাল কাটিয়া বহুদূরে জল সেচন করিতেও জানিত। মৃৎপাত্র, কার্পাস ও পশমী বস্ত্র এবং তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র তাহাদিগের শিল্পের পরিচয় দিত। লৌহাস্ত্র ব্যতিরেকে পাথর হইতে তাহারা যে সকল গৃহসামগ্রী প্রস্তুত করিত, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদিগের দেশে প্রাচীন অট্টালিকাদির যে সকল ভগ্নাবশেষ এবং দূর প্রসারিত প্রাচীন রাজপথের যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহাতে তাহারা সভ্যতা মঞ্চের উচ্চ সোপানে বহুকাল

পূর্ব্বে যে আরোহণ করিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র থাকে না। এই সভ্যতা সম্পূর্ণ রূপে স্বদেশজাত, কারণ পূর্ব্বে কোন সভ্যজাতির সহিত তাহাদিগের যোগ ছিল না। তাহারা যে নৌকাদি পরিচালন করিত, তাহা স্বদেশের এক তীর হইতে অন্য তীর পর্য্যন্ত চালিত হইত, ইহার অধিক দূরে যাইত না। স্পেনীয়েরা আমেরিকার যেস্থানে আসিয়াছে সেই স্থানেই অসভ্য লোক দেখিয়াছে, কিন্তু পেরুবীয়দিগের সভ্যতা দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছিল।

পেরুবী[illegible]র পুরাবৃত্ত বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে। স্পেনীয়দিগের অ[illegible]০০ বৎসর পূর্ব্বে মাঙ্কো কাপাক এবং মামা অকলো নামে স্ত্রী পুরুষ [illegible] ব্যক্তি এই দেশে উপস্থিত হন। তাঁহাদের আকার তেজঃপুঞ্জ। তাঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন এবং মর্ত্ত্যলোকের দুঃখহরণের জন্য আসিয়াছেন এই কথা প্রচার করেন। পেরুবীয়েরা তৎকালে অসভ্য ছিল, এই দেবাবতার দম্পতি[illegible] অধীনতা স্বীকার করিল। মাঙ্কো কাপাক তাহাদিগকে সভ্য রীতি নীতি, কৃষি এবং বস্ত্রবয়ন প্রণালী শিক্ষা দিলেন এবং পেরুদেশে একটী নিয়মিত রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করিলেন। তিনি দেশবাসীদিগকে চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করেন, এই চারি শ্রেণী হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায়। ইহাতে অনুমান হয়, মাঙ্কো কাপাক ও মামা অকলো ভারতবর্ষের লোক হইবেন। আমাদিগের পুরাণে পাতালপুরীর বর্ণন আছে, আমেরিকা সেই পাতাল পুরী বোধ হয়। যাহাহউক কাপাকের বংশ ইঙ্কাস বা প্রভু নামে আখ্যাত হয়। দেববংশ বলিয়া তাঁহারা পেরুবীয়দিগের উপরে একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অবাধ্যতা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই রাজবংশের রাজধানী কুজকো ছিল এবং তাঁহারা বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য প্রসারিত করেন। এই বংশের রাজাদিগের প্রতি নিয়ম ছিল, তাঁহারা মাঙ্কো কাপাক ও মামা অকলোর বংশীয় ভিন্ন অন্য রমণীকে বিবাহ করিবেন না। এই বংশের দ্বাদশরাজা হুয়ানা কাপাক যখন কুইটো রাজ্য জয় করেন, তখন এই প্রাচীন রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কুইটোর এক রাজপুত্রীকে বিবাহ করেন। এই রাজপুত্রীর

...র্ভে অটোহোয়াল্পা নামে পুত্র হয়। হুয়ানার ইঙ্কাস বংশীয় আর এক স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার গর্ভজাত হুয়াস্কার নামে এক পুত্র ছিল। হুয়ানা মৃত্যু-কালে কুইটো রাজ্য অটোহয়াল্পাকে ও অবশিষ্ট রাজ্য হুয়ানাস্কারকে দিয়া যান। ইহাদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর গৃহযুদ্ধ হয়। সেই অবসরে স্পেনীয় সেনাপতি পিজারো উভয়কে পরাভব করিয়া পেরু রাজ্য জয় করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপ-কথন...

সকলে তাহার কিরণ বেঁকিয়া পড়ে-উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে পারে না। উত্তর গোলার্দ্ধের খুব উত্তরে যে সকল স্থান, সেখানে ত সূর্য্যের কিরণ মোটে পড়ে না বলি... হয়; এই-...ন্য তথ... জল

স। তা না হলে উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে চিরকাল বরফ জমিয়া থাকে কেন, সূর্য্য ত তাহা গলাইতে পারে না?

মা। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর উপর পড়িলে তাহা জমিয়া পৃথিবীকে গরম করিয়া তুলে, তাহা হইতেই আমরা রৌদ্রের এত তেজ অনুভব করি, কিন্তু সেই সূর্য্যকিরণ উপরে যে বাতাসের ভিতর দিয়া ... হয় না

জল তদপেক্ষা বরফের পরিমাণ অধিক হইবে।

সত্য। ইহার কারণ কি?

মা। বারিবিজ্ঞানে ইহা একটী আশ্চর্য্য ও অসাধারণ ঘটনা বলিয়া বিখ্যাত।

স। বারি বিজ্ঞান কি?

... দ্বারা জলের সমু-

ান সমুদ্র ও নদী সকলের মধ্যে
ংখ্য অসংখ্য জীব জন্তুর বাস।
জল জমিয়া চাপ চাপ হইয়া
য়া যাইত, শীতপ্রধান দেশের
চর জন্তু বরফাবৃত হইয়া মরিয়া
ত। কিন্তু বরফ ভাসে বলিয়া
নদী ও সমুদ্রের উপরে ছাদের
হইয়া থাকে। নিম্নের জল
হইয়া থাকে এবং তাহাতে
জন্তুগণ সুখে সঞ্চরণ করে।
ত্য। মা, এতক্ষণ মনে করিতে
াম, তাপে বস্তু বিস্তারিত হয়
শীতে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এই
াধারণ নিয়ম, কিন্তু জলের
য় তাহার বিপরীত কেন হইল?
ন ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম।
মা। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা
করুণা সৃষ্টির সর্ব্বত্রই দেদীপ্য-
ন রহিয়াছে। তিনি সকল বিষয়ে
াধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন,
কিন্তু সকল নিয়মেরই আবার ব্যতি-
ক্রম দেখা যায়। জীবের মঙ্গল
াধন তাঁহার উদ্দেশ্য, যেখানে সাধা-
রণ নিয়মে তাহা না হয়, সেখানে
বিশেষ নিয়মের ব্যবস্থা করেন। শীতে
জল বিস্তারিত হইয়া তাঁহার সৃষ্টির
যে কত কল্যাণ সাধন করিতেছে,
বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতের ভাবী সম্রাট্ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স ১১ই অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া রেলওয়ে ও সিরাপিস রাজপোত যোগে ৮ই নবেম্বর ভারতবর্ষে আগমন করেন। পথে ইটালী, মিশর, এডেন প্রভৃতি স্থান সন্দর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে ডিউক অব সদার্লণ্ড, সার বার্টল-ফ্রিয়ার, ডাক্তার ফেরার, লর্ড প্যাগেট, গ্রে, কারিংটন, বেরেসফোর্ড প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিয়াছেন।

২। কুমারী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ব্রিষ্টলে এক বক্তৃতা করিয়া বলেন, তাঁহার ভারত ভ্রমণের ৪ টী প্রধান উদ্দেশ্যঃ—(১) ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে দেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে উত্তেজিত করা, (২) জেল সমূহের নিয়ম সংশোধন, (৩) চরিত্র সংস্কারক ও শিল্প বিদ্যালয়ের প্রথা প্রচলন, (৪) ভারতবর্ষীয় (ফ্যাক্টরী) কুঠী সকলে ইংলণ্ডীয় কুঠীর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে

যে কত যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

৩। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের লোক সংখ্যা এইরূপ গণিত হইয়াছেঃ—বৌদ্ধ ৫০,৫৬,০০,০০০; খৃষ্টান ৩৯,৯২,০০,০০০; মুসলমান ২০,৪২,০০,০০০; হিন্দু ১৭,৪২,০০,০০০; ইহুদী ৫০,০০০; জড়োপাসক ১১,১০,০০,০০০; পৃথিবীর লোক সংখ্যা মোটে ১২৯,৯২,০০০০০।

৪। আইসলাণ্ডে এক প্রকার পক্ষীর আবিষ্কার হইয়াছে, ইহারা প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে।

৫। দাক্ষিণাত্যের তিনিভেলি নামক স্থানে একটী ঘটিকা যন্ত্র আছে, তাহা দেশীয় শিল্পিনির্ম্মিত। তাহা ৪ হাজার বৎসর উত্তম রূপে চলিতেছে, মধ্যে দুই একবার সারান হইয়াছিল। এ দেশের পূর্ব্বকালীন শিল্পনৈপুণ্য বড় সামান্য ছিল না।

৬। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আসাম দেশে ৭।৮ দিন ধরিয়া ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক গৃহাদি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৭। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের নিয়ম পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে কতকগুলি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এদেশীয় স্ত্রীলোক আরোহি দিগের সুবিধা বিধানের অনুম করিয়াছেন।

৮। দাক্ষিণাত্যে একটী কৃষক ৪ টী স্ত্রী, সে তাহার ২টীকে ঘোয় যুড়িয়া ভূমিকর্ষণ করে। ভারত অদ্যাপি স্ত্রীজাতির কি দুরবস্থা!

৯। ইংলণ্ডেশ্বরীর মধ্যমবধূ শীয় সম্রাটের কন্যা একটী কু প্রসব করিয়াছেন।

১০। বেহার অঞ্চলে এবং শস্যহানি হইয়া অনেক স্থানে দু ক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে।

১১। যুবরাজের শুভাগমন সংব যেমন ভারতের সর্ব্বস্থানের লে পরম আনন্দিত, তেমনি এ বৎ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে ওল উঠার মহামারী হইয়া লোক সক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

১২। যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ বোম্বাইয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব আড়ম্বর হয় সহস্র ২ বালক বালিকাও সমস্বরে আশীর্ব্বাদী গান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করে। আলেকজান্ড্রা বালিক বিদ্যালয়ের একটী পারসী বালিকা পুষ্পমাল্যাদি দিয়া তাঁহাকে বরণ করেন।

বামাগণের রচনা।

পতি শোকাতুরা রমণীর খেদ।

১

কোথা হে জগৎ পতি, ব্রহ্ম সনাতন,
কৃপা করি কর মোর, দুঃখ বিমোচন।
দয়ার সাগর তুমি, খ্যাত চরাচরে,
তাই জেনে কাঁদিতেছি, তোমার গোচরে।
পতিহীনা হয়ে প্রভু, ডাকিছে তোমায়,
সঙ্কট হইতে নাথ, ত্বরাও আমায়।
আমারে সৃজন নাথ, কেনবা করিলে,
কেনই এমন কষ্টে, আমায় ফেলিলে।
শুনিয়াছি লোক মুখে, তুমি হে ঈশ্বর,
তোমার মতন নাহি, দয়ার সাগর।
মম প্রতি কেন নাথ, কঠিন হইলে,
অকূল সাগর মাঝে, কেন ভাসাইলে।
এখন অনাথ নাথ করি কৃপা দান,
অধীনীরে এ বিপদে কর পরিত্রাণ।
নাথ যদি ত্যজিলেন আমারে এখন,
তবে আর এজীবনে নাহি প্রয়োজন।
পতি রমণীর গতি পতি সে জীবন,
পতি বিনা রক্ষা করে নাহি অন্যজন।
সে পতি বিহীন হয়ে জীবনে কি ফল,
তাই ভাবি সদা আমি হতেছি বিকল।
আর মম দুঃখে বল কে হইবে দুঃখী,
কাহারে মনের কথা বলে হব সুখী।
আর কে তুষিবে মোরে অমিয় ভাষিয়া,
বিনা সে জীবন কান্ত ফেটে যায় হিয়া।
যে দিকে যখন চাই হেরি শূন্যময়,

কে আর তুষিবে আজ আমার হৃদয়?
নাথ বিনা অশ্রুবারি নহে নিবারণ,
ইহার উপায় বল কি আছে এখন।
আর তো সহেনা মোর দহিছে জীবন,
বিনা নাথ আর মম কে হবে আপন?
অন্তরের কথা মোর, অন্তরে রহিল।
চির দিন এই ভাবে, দহিতে হইল।
ইচ্ছা হয় একবার করি দরশন,
মনের বেদন নাথ করি নিবেদন।

২

আমার জীবন-নাথ ত্যজিয়া আমায়,
কোথায় আছ হে বল হইয়া নিদয়।
তোমার বিরহ ব্যথা সহিতে না পারি,
কেমনে যাইবে প্রাণ উপায় কি করি।
এত ভালবাসা নাথ সব পাশরিলে,
অধীনী বলিয়া নিজ দয়া না করিলে।
তব সঙ্গে লহ মোরে করহে সঙ্গিনী।
তা হইলে ওহে নাথ ভালবাসা জানি।
আমারে বাসিতে ভাল সকলে জানালে।
তাহার কি এই ফল শেষেতে করিলে?
কোথায় আছ হে নাথ লয়ে যাও মোরে।
উভয়ে উভয়ে মেলি ভাসি সুখ নীরে।
আমার কি হবে নাথ কিছু না ভাবিলে,
অধীনীরে ত্যাগ করে কোথায় রহিলে?
পরের দুঃখেতে কত করেছ রোদন।
এখন আমার দুঃখে কাঁদে ত্রিভুবন।
নিজ এ দাসীর প্রতি এ কি আচরণ,
বুঝিতে না পারি নাথ তাহার কারণ। (ক্রমশঃ)

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৭-১৪৮ সংখ্যা | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

স্বাধীনতা ও অধীনতা।

স্বাধীনতা মনুষ্যের একটী প্রধান সম্পত্তি এবং স্বভাব প্রদত্ত অধিকার বটে, কিন্তু অধীনতাও মনুষ্যের একটী প্রধান সম্পত্তি এবং স্বভাব প্রদত্ত অধিকার। এই কথা শুনিলে অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু একটু ধীরতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। আমরা রাজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা অধীনতার কথা বলিতেছি না, যাহা নীতি সম্বন্ধীয় তাহাই বলিতেছি। অধীনতার অর্থ যে দাসত্ব তাহাও বলিতেছি না, কিন্তু অন্যের অনুগত বা বাধ্য হইয়া চলা। ঈশ্বরের সৃষ্টি অধীনতার আদর্শ। জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ লতা সকলেই ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, তাহাতেই জগতের এত শোভা, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য। জগতে যদি অধীনতার নিয়ম না থাকিত, দুইটী পরমাণু একত্র হইত না এবং জগতের কোন কার্য্য প্রণালী আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইত না। কিন্তু অনেকে মনে করেন, জড়পদার্থ অচেতন, অধীন হইয়া চলিতে পারে; মনুষ্য বুদ্ধি জ্ঞান বিশিষ্ট স্বাধীন জীব, জড়বস্তুর নিয়ম কখন তাহার গ্রাহ্য নহে। কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতার যদি প্রকৃত কোন অর্থ থাকে, তাহা অধীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা কি সে স্বাধীন? যা ইচ্ছা তাই করিবার জন্য নহে, কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে যেসকল কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া

দিয়াছেন, তাহাই পালন করিবার জন্য। ঈশ্বরের অথবা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুগত ও বাধ্য হইয়া আমাদিগকে চলিতেই হইবে। যখনি তাহার বিপরীতাচরণ করি, তখনি আত্মার দুর্গতি হয়, পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং সমাজে উপপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের জীবন ধর্ম্মসাধনের জন্য এবং ধর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলা। ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের পরম সম্পদ ও অধিকার হয়, তবে এই অধীনতাকে আদর পূর্ব্বক কে না গ্রহণ করিবে?

ঈশ্বরের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য তাহা যাঁহার কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তিনি অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু মনুষ্য মনুষ্যের অধীন হইয়া চলিবে কি না, এই কথা লইয়াই তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা মনুষ্যের প্রথম অবস্থা হইতে যদি বিবেচনা করি, অধীনতা ভিন্ন মনুষ্যের চলা অসম্ভব বোধ হইবে। মনুষ্যের বাল্যকালে সে যদি আপনার বুদ্ধি, ইচ্ছা ও বলে চলিতে চায়, উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে তাহার মৃত্যুরই সম্ভাবনা। সমাজ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা অন্যান্য জন্তুর সহিত মনুষ্যের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, মনুষ্য সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল পিতামাতার অধীনে থাকিতে পায়, ইহাই তাহার উন্নতিশীলতার একটী প্রধান কারণ। ইহা হইতে অধীনতার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী মূল সূত্র আমরা পাইতেছি। যখন আমরা অজ্ঞান, দুর্ব্বল ও হিতাহিত বিবেচনাহীন, তখন আমাদিগের অপেক্ষা যাঁহাদিগের জ্ঞান, বল ও হিতাহিত বিবেচনাশক্তি অধিক, তাহাদিগের অধীন হইয়া চলাই মঙ্গলের বিষয়। পুত্র কন্যা পিতামাতার, ছাত্র শিক্ষকের এবং প্রত্যেক বিষয়ে যে কনিষ্ঠ সে জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়া চলিলে তাহারই লাভ ও মঙ্গলের বিষয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একপ্রকার অধীনতার সম্বন্ধ। স্বামীর যদি বল, বুদ্ধি, সাধুতা অধিক হয়, স্ত্রীকে পারিবারিক বিষয়ে তাঁহার অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ইহাতে পরস্পরেরই মঙ্গলের বিষয়। আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাহিরের কার্য্য স্বামী এবং গৃহকর্ম্ম স্ত্রী অধিক বুঝেন, সুতরাং যে বিষয়ে যাঁহার অক্ষমতা, সে বিষয়ে তিনি অন্যের অনুগত হইবেন। পরিবারের মধ্যে এইরূপ আনুগত্য না থাকিলে পরিবার রক্ষা হয় না, তাহার কল্যাণেরও সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও পরিবার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। নিকৃষ্ট প্রধানের এবং প্রজা রাজার আনুগত্য স্বীকার করিবে। আমরা যাহার স্নেহ, দয়া ও সাহায্য চাই, অল্প বা অধিক পরিমাণে তাহার উপরে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু সকল প্রকার অধীনতার একটী সীমা আছে। অধীনতা যতদূর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সঙ্গত, তত দূর তাহা আদরণীয়; তাহার বিপরীত হইলে অগ্রাহ্য। যিনি অধীনতা স্বীকার করেন এবং যাঁহার অধীনতা স্বীকার করা হয়, উভয়েরই এ বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে সকল পদার্থেরই অপব্যবহার হইয়া থাকে। অধীনতার যতদূর অপব্যবহার হইয়াছে এবং তাহা হইতে যত অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় এত আর কিছুতেই নয়। একদিকে পীড়ন ও অন্যদিকে দাসত্ব এই দুই জঘন্য আচরণ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া জনসমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে। রাজা প্রজাদিগকে, পুরোহিত যজমানগণকে, প্রভু ভৃত্যকে এবং স্বামী স্ত্রীকে অধীন পাইয়া আজিও পৃথিবীর স্থানে স্থানে যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়।

আমরা বলিয়াছি পৃথিবীতে সকল নিয়ম ও ব্যবস্থারই অপব্যবহার করা হয়, যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট, মনুষ্য তাহার সেই পরিমাণে অপব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তা বলিয়া অধীনতার যে স্বাভাবিক ও বিবেক সঙ্গত নিয়ম তাহা কখন অপকারক বলা যায় না। আমাদিগের দেশে স্বাধীন প্রকৃতি ইংরাজদিগের আগমনে সভ্যতালোকময় উনবিংশ শতাব্দী উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে আমরা স্বাধীনতার নাম শিক্ষা করিয়াছি এবং স্বাধীনতা উপার্জন করিতেও শিখিতেছি। সর্ব্বপ্রকার অধীনতার উপর আমাদিগের দারুণ ঘৃণা জন্মিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতারও অপব্যবহার আছে। স্বাধীনতা-প্রিয় হইয়া অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ধর্ম্মের বন্ধন এককালে ছেদন করিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে দূরীভূত করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, গুরুজন মাত্রকে সমতুল্য অথবা নীচ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অল্পে অল্পে এই ভাব প্রবিষ্ট হইতেছে। ইহাদ্বারা অনেকপ্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই

জন্য অধীনতা স্বীকার করা যে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ এবং ইহাতে অনেক ইষ্ট আছে ইহার উপদেশ দিবার প্রয়োজন। গুরুজনের অধীনতা অস্বীকার করিলে হৃদয়ে ক্রমে অহঙ্কার প্রবৃত্তির বৃদ্ধি এবং বিনয় শিষ্টতা প্রভৃতি কোমল গুণের বিলোপ হইবারসম্ভাবনা। কোমল ভাব গুলি একবার হারাইলে আবার উপার্জ্জন করা বড় কঠিন। দুষ্ট অশ্ব বন্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে আবার তাহাকে বশে আনা বড় কঠিন। সেইজন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানের সঙ্গত যে অধীনতা, তাহা যেন আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করি। গর্ব্বিত স্বেচ্ছাচারী কুপ্রবৃত্তি-পরতন্ত্র মন এই অধীনতা দ্বারা নম্র, ধীর ও সুশাসিত হইবে। এই অধীনতা যত অভ্যস্ত হইবে, ততই আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিব এবং আপনার ও জনসমাজের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইব।

রাজ কার্য্য ও রাজশক্তির সীমা।

"রাজার ক্ষমতা কে দিল" এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে রাজশক্তি কেবল সমস্ত প্রজার সাধারণ বল এবং রাজা প্রজাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া এই শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে যাহা সমস্ত প্রজার করণীয়, তাহাই রাজার করণীয়। "সমস্ত প্রজা" এই কথাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে হইবে—যে কোন বিষয়ে সমাজের সকল লোকের উপকার সাধিত এবং সুখ স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধিত হয়, সেই বিষয়েই রাজশক্তি পরিচালিত এবং সেই গুলিই রাজকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে কর্ম্মে ধনী, নির্ধন, সবল দুর্ব্বল, কুলীন অকুলীন, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি সকল প্রজাই সমভাবে উপকার প্রাপ্ত হয়, যাহাতে সকলেই রাজার প্রসাদ রাজার আশ্রয় লাভ করে, অপক্ষপাতে তাহারই অনুষ্ঠান করা রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য। নতুবা কোন রূপে এক জন বা এক সম্প্রদায়ের উপকার করা এবং অপরের না করা, এক পক্ষের অপকার করিয়া অপরের উপকার করা অথবা প্রজাপীড়ন করিয়া স্বার্থ সাধন করা কোন ক্রমেই

রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য নহে। রাজ কর্ম্ম গুলি সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। না হওয়া অন্যায়। রাজপুরুষেরা যদি নিজের বলে বলীয়ান হইতেন তাহা হইলে একদিন যাহা ইচ্ছা করিলেও করিতে পারিতেন; কিন্তু যখন তাঁহারা সেরূপ নহেন, যখন সমাজের প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর সমবেত বলই তাঁহাদের বল; যখন তাহাদের প্রত্যেকের সম্মতি ক্রমে তাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন কি বলিয়া, সকলের মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন?—তাঁহাদের বল আছে, বলপূর্ব্বক কিছু করিলে করিতে পারেন, সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ন্যায়তঃ তাঁহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। যখন রাজার কোন কর্ম্মে প্রজাসমূহের একাংশের ক্ষতি হইল, প্রজামণ্ডলীর সাধারণ স্বত্ব ও স্বাধীনতা লোপ হইল অমনি রাজশক্তি ফুরাইল,—সেই খানেই তাহার সীমা শেষ হইল!

রাজ কর্ম্ম গুলি যে কেবল সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেই হইল তাহা নহে, তাহার উপর আরও কিছু আবশ্যক। যাহা সকলকেই করিতে হইবে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া করিলে যাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, তাহাই রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয়।

কোন্ কর্ম্ম সর্ব্ববাদিসম্মত এবং রাজশক্তির কতদূর সীমা, অতএব কোন্ গুলি ন্যায়তঃ রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখাইলে তাহা কতক বুঝা যাইবে।

ধন প্রাণ রক্ষা—লোকের প্রধান আবশ্যক। প্রাণ বাঁচিলে বিষয় ভোগ হইবে আর ধন থাকিলে ভোগ্য বস্তু সমুদায় পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা মাত্রে অপরে যাহার প্রাণনাশ ও ধন হরণ করিতে পারে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা কোথায়? আরও ধন এবং প্রাণ কাহার না প্রিয়? এমন কে আছেন যে তিনি বলিতে পারেন 'আমার ধন অথবা প্রাণ চাই না?' আবার দেখ প্রত্যেকে নিজ ধন প্রাণ রক্ষা না করিয়া যদি কতকগুলি লোক সকলের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অনেক সুবিধা আছে। এই সকল কারণে প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এমন কি কেহ কেহ বলেন যে কেবল ইহার জন্যই রাজশক্তি আবশ্যক নতুবা রাজার অন্য কিছু করিবার অধিকার নাই। অতএব স্বদেশীয় হউক,

বিদেশীয় হউক যখনি কোন ব্যক্তি অপরের প্রতি বল অথবা ছল প্রয়োগ করিয়া ধন প্রাণ অপহরণের চেষ্টা করে, তখন রাজপুরুষেরা তাহাতে বাধা দেন। শান্তিরক্ষক, সৈন্য, বিচারালয় এই সকল দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

পরস্পর বিবাদ আর একটী অমঙ্গলের হেতু। সমাজে বিবাদ যত অল্প হয় ততই লোকের মঙ্গল। সুতরাং সম্পত্তি, পদমর্য্যাদা ইত্যাদি যে কারণে হউক লোকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজপুরুষেরা তাহার নিষ্পত্তি করেন এবং যাহাতে বিবাদ না ঘটিতে পারে সে জন্য তাঁহারা আইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

বিজাতীয় শত্রুদল আসিয়া দেশ ছারখার করিলে প্রজার যতদূর ক্ষতি হয়, দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, জলপ্লাবন প্রভৃতি দেশব্যাপী বিপদে তাহা অপেক্ষা কিছু কম হয় না। অতএব শত্রুদিগকে দূরীভূত করা রাজার যেরূপ কর্ত্তব্য, এই সকল বিপদ নিবারণ করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। অগ্নিদাহ, অতিবৃষ্টি, ঝটিকাদির উৎপীড়ন হইতে প্রজারক্ষা করাও রাজধর্ম্ম।

প্রজা রক্ষার জন্য রাজাকে উপরিউক্ত কার্য্যগুলি করিতে হয়। তদ্ভিন্ন এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সাধারণের কার্য্য হইলে সুকর হয়, পরন্তু লোকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া করিলে সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক তদ্দ্বারা নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়। মুদ্রা অঙ্কন, ওজন ও পরিমাণের আদর্শ নিরূপণ ইত্যাদি তাহার উদাহরণ। রাজপথ নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী কূপ খাল প্রভৃতি খনন, বন ভূমি পরিষ্কার, বিদ্যাদান, শিল্প বাণিজ্যের উৎসাহদান ইত্যাদি কর্ম্মে সাধারণ প্রজার সুখ বৃদ্ধি হয়, অতএব এগুলিও রাজকার্য্যের মধ্যে গণ্য।

এক্ষণে কোন্ কর্ম্মগুলি রাজশক্তির সীমান্তর্গত নহে, অর্থাৎ রাজপুরুষগণ কিরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না তাহার দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রজাপীড়ন যে সর্ব্বথা রাজার অকর্ত্তব্য ইহা বলা বাহুল্য।

যে দেশে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রণালী প্রচলিত সেখানে কোন বিশেষ একটি ধর্ম্মের পোষকতা করা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী হয়, স্বভাবতঃ তিনি এই বাসনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে মনের বাসনা মনেই রাখিতে হইবে। যদি রাজ্যের তাবৎ

লোকেই রাজার সধর্ম্মী হইতেন, তবে তিনি সে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য রাজশক্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন রাজা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আবাসস্থল, তখন তাহাদের বলে বল পাইয়া তাহাদেরই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ন্যায়সঙ্গত নহে।

একচেটিয়া বাণিজ্যে এক পক্ষের লাভ এবং অপর পক্ষের ক্ষতি। যাহারা এরূপ বাণিজ্যের ক্ষমতা পায়, তাহারাই ইহার সমুদায় লাভাংশ আত্মসাৎ করে, অপর কেহ কিছু পায় না। আবার কোন দ্রব্যের উপর একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিলে বণিক্ সেই দ্রব্যের যত ইচ্ছা তত মূল্য লইতে পারে, এবং ক্রেতাবর্গকে অনন্যগতি হইয়া অনর্থক অধিক মূল্য দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব একচেটিয়া বাণিজ্যের ক্ষমতা কাহাকেও দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে।

মনুষ্য মাত্রেরই একরূপ স্বাধীনতা আছে। মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, মনে যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় তাহা অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে, আবার যে কর্ম্ম তাহার ন্যায্য বিবেচনা হয় সে তাহা করিতে পারে। মনুষ্যের কতকগুলি স্বত্ব আছে;—এক জন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে সে সমুদায়ই তাহার; ভূমি, বায়ু, আকাশ, জল, আলোক প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই সাধারণ অধিকার; মনুষ্য যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, যেরূপ ব্যবসা হউক অবলম্বন করিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মনুষ্য আপন ক্ষমতা ও স্বত্বের অযথা ব্যবহার করে, যতক্ষণ না সে অপরের অনিষ্টের হেতু হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজাই হউন, গুরুই হউন বা আর কেহ হউন তাহাকে সেই স্বাধীনতা, সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। প্রজার স্বভাবদত্ত স্বাধীনতা এবং স্বত্ব লোপ করা রাজশক্তির সীমা বহির্ভূত।

আরও অনেক বিষয় দেখান যাইতে পারে যাহা রাজক্ষমতার অতিরিক্ত। কিন্তু, রাজকার্য্য সমূহ বর্ণন করা এবং রাজশক্তির সীমা নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। অতএব এই স্থানেই নিবৃত্ত হওয়া গেল। উপরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে রাজশক্তির কতদূর সীমা এক প্রকার স্থূলরূপে বোধগম্য হইবে।

হেক্তর ও ইন্দুমুখী।

(১৪৪ সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

বল নাথ! এ সকল ভাল কি লক্ষণ?
জয় লাভ আশা আরো আছে কি এখন?
বিশেষতঃ অধর্ম্মেতে, শ্রেয় কভু নয়,
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়, নিশ্চয় নিশ্চয়!
এখনো উপায় এক আছে প্রাণেশ্বর!
অবলা বলিয়া যদি অবজ্ঞা না কর!
রাখ দাসী অনুরোধ, রাখ তব দেশ,
অভয় হউক লোক, যুদ্ধ হ'কু শেষ!
'অলক্ষণা হেলেনা-রে প্রত্যর্পণ করে
পরিতুষ্ট করো প্রভু গ্রীশ অধীশ্বরে;
পাপি ই পারিসে দণ্ড, করো নির্ব্বাসন,
দেশের হইবে মহা কল্যাণ-সাধন।
বিগ্রহ হইবে শান্তি, আপদ ঘুচিবে,
চিরদিন জন-গণ আশিষ করিবে!
নতুবা ছাড়িয়া ত্রয়, চল দেশান্তর,
থাকুন পারিস ল'য়ে ত্রয়-অধীশ্বর!
দূর দেশে পুত্র সহ অজ্ঞাত-নিবাসে,
বঞ্চিব পরম সুখে মনের উল্লাসে।
এখানে থাকিলে কভু শ্রেয় নাহি আর!
নিশ্চয় নিশ্চয় নাথ, বলিলাম সার!
উচিত যা হয় তাহা করহ এখন,
সংগ্রামে যাইতে কিন্তু দিবনা কখন!
এত বলি বিধুমুখী ব্যাকুলা হইয়া,
হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরে ধরেন চাপিয়া,
অস্থির অন্তর, ঘন দীর্ঘ শ্বাস বয়,

নয়নের জলে ভাসে বীরেন্দ্র-হৃদয়!
সান্ত্বনা করেন বীর প্রবোধ বচনে,
হৃদয়ে প্রমদা-বাক্য আঘাতে সঘনে।
শিহরে শরীর সত্য বুঝিয়া সকল।
আকুল হইয়া কন, আঁখি ছল ছল।
" ইন্দুমুখি! অনর্থক কেন বিলাপন!
ভবিতব্য ফলাফল রোধে কোন্ জন?
যা হবার হ'বে তা'র নাহিক অন্যথা,
নিয়তির গতি, সতি, হয় কি বিতথা?
জানি আমি সংগ্রামের পরিণাম ফল,
বিদরে হৃদয় মম স্মরি সে সকল!
কাঁপিছে অন্তর-আত্মা বলিতে বচন—
প্রত্যক্ষ সে দিন আজি হ'তেছে দর্শন,—
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডিবার নয়—
যে দিন পতন তব হইবেক জয়!
মহারণে ঢালি অঙ্গ যত যোদ্ধাগণ
দেখিবে তোমার অগ্রে করিবে শয়ন!
সৌভাগ্য তপন অস্ত হ'বে একবারে,
চির কাল-নিশা আসি ঘেরিবে তোমারে!
ভাবিতে এ দৃশ্য যদি বিদরে জীবন,—
জননীর মৃত্যু আর বংশের নিধন,
জনকের শুভ্র কেশ বিকৃত রুধিরে,
ছিন্নকণ্ঠ ভ্রাতৃগণ লুণ্ঠে সিন্ধুতীরে!—
ভাবিলে এ দৃশ্য যদি বিদরে জীবন,
কত কষ্ট, প্রাণ-প্রিয়ে, করিতে চিন্তন
তোমার দুঃখের কথা?—পারি কি বলিতে?
হৃদয়ের ব্যথা কোথা কে পারে চিত্রিতে?
দেখিতেছি তোমা—শত্রু করে বন্দী হৈয়া

কাঁপিতে কাঁপিতে যেন কান্দিয়া কান্দিয়া,
অনাথিনী, আকুলিনী পাগলিনী প্রায়,
কেহ নাই ত্রিসংসারে, অনন্য উপায়,
শত্রু অনুগামী হ'য়ে করিছ গমন!
কহিছে নিষ্ঠুর তোমা কত কু বচন!
মরম-লাঞ্ছনা ব্যথা মরমে অপার!
সহিতে না পার আর জীবনের ভার!
নিষ্ঠুর অরাতি ক্রূর তাহার উপরে,
"হেক্টরের জায়া!" বলি উপহাস করে!—
দ্বি-গুণ আগুন-জ্বলে এ 'নাম' শ্রবণে,
সহস্র দুঃখের কথা পড়ে আসি মনে;—
বিগত সম্পদ যত করায় স্মরণ—
কোথায় সে পাটেশ্বরী ত্রয়ের ভূষণ!—
সমস্ত জগত যার চরণে লোটায়,
আরাধনা কোরে লোকে দেখিতে না পায়!
আজি তা'র কি দুর্দ্দশা! হীন—লজ্জাকর!
পথের কাঙ্গালী, লালায়িত ক্ষিতি-পর!—
বরম কাঙ্গালী ভাল—অধীনী সে নয়!
পরাধীনা বন্দী!—একি প্রাণে কভু সয়!
যে জন সর্ব্বস্ব ধন করিল হরণ,—
তাহারি অধীনী! সহ্য হয় কি কখন?
এই কি অদৃষ্টে বিধি লিখেছেন তব?
প্রাণ ফাটে, প্রাণ প্রিয়ে! ভাবিলে এ সব!
কোথা পিতা, দয়াময়, অগতির গতি!
দয়া কর দীননাথ, এ দীনের প্রতি!
ত্বরা করে নিস্তার করো, আর নাহি সয়!
এ হেন দুর্দ্দিন যেন দেখিতে না হয়!
বিষম এ ভারবহ অধম জীবন

সে দিনের অগ্রে যেন হয়, হে পতন!
হৃদয়ের এ প্রার্থনা পূর দয়াময়!
ইন্দুমুখি! বলিব কি, বিদরে হৃদয়!
মহা শয়নেতে রবে হেরুর তোমার,
চিরদিন নিদ্রা যাবে, জাগিবেনা আর!
দেখিতে হবেনা তব দুরবস্থা, ধনি,
শুনিব না আর তব হাহাকার ধ্বনি।"

দুঃখিনী বিধবা ও তাহার পুত্র।

(১৪৬ সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠার পর)

আমি গোরস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যখন গৃহে প্রত্যাগমন করি, যে স্ত্রীলোকটী দুঃখিনী বিধবাকে সান্ত্বনা দান করিতেছিল তাহারই সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রীলোকটী পুত্র শোকাতুরা মাতাকে তাহার জনপ্রাণিশূন্য কুটিরে পৌঁছিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার নিকট এই পরিবার সংক্রান্ত যে বিবরণ শুনিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা শিশুকাল অবধি এই গ্রামে বাস করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদিগের একটী কুটির ছিল, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটির প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা নানাবিধ কৃষিকার্য্য করিয়া এবং একটী উদ্যানের দ্রব্যজাতদ্বারা সুখে ও সসম্মানে জীবনযাপন করিত। তাহাদিগের এই একমাত্র পুত্র ছিল, সে বৃদ্ধ কালের যষ্টি ও তাহাদিগের একমাত্র আশার ধন। বৃদ্ধ রমণী বলিল " মহাশয়! তেমন প্রিয় দর্শন, মিষ্ট স্বভাব, সকলের প্রতি দয়াশীল, পিতামাতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ সন্তান এ কালে হয় না। সরল দীর্ঘাকৃতি, প্রফুল্লচিত্ত বালকটী রবিবারে যখন তাহার বৃদ্ধ মাতার হস্ত স্কন্ধে ধরিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যাইত, তখন সে দৃশ্য দেখিলে লোকের অন্তঃকরণ পবিত্র হইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর অজন্মা হইয়া কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হইল,

বালকটী নিকটস্থ একটী নদীতে নৌকার দাঁড় বাহিতে নিযুক্ত হইল। অল্পদিন যাইতে না যাইতে একদল জলদস্যু নৌকাতে পড়িয়া বালকটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পিতা মাতা কেবল শুনিলেন বালকটী অপহৃত হইয়াছে, এভিন্ন আর কিছুই সংবাদ পাইলেন না। তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন যাহা ছিল, তাহাও গেল। পিতা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিলেন, শোকে কাতর ও ভগ্ন হৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিধবা একাকিনী ও দুর্ব্বলশরীর, আপনার প্রাণ ধারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া পল্লীতে আসিলেন। গ্রামস্থ সকল লোক তাঁহাকে স্নেহ করিত এবং অতি বৃদ্ধদিগের মধ্যে একজন বলিয়া সম্মান করিত। বৃদ্ধাকে সকলে তাঁহার কুটিরেই থাকিতে বলিল। তিনি একাকিনী ও নিরাশ্রয়। কিন্তু তাঁহার যে অল্প অভাব, তাহা ক্ষুদ্র বাগানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ হইত, এবং প্রতিবাসী কৃষকেরা অনুগ্রহ করিয়া বাগানটী মধ্যে২ চষিয়া দিয়া যাইত। এক দিন বৃদ্ধা বাগানে শাক তুলিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ কুটির দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি দেখা দিল এবং উৎসুক ও উন্মাদনেত্রে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পোসাক জাহাজীর ন্যায়, শরীর অতি ক্ষীণ ও বিবর্ণ, পীড়া ও কষ্টে যেন জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। আগন্তুক বৃদ্ধাকে দেখিয়া বেগে তাহার দিকে চলিল। কিন্তু ক্ষীণ পদে কাঁপিতে২ চলিতে লাগিল। তাহার নিকটে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল এবং শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। দুঃখিনী স্ত্রীলোক আশ্চর্য্য ও শূন্য নেত্রে একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইতে লাগিলেন—আগন্তুক বলিল "ওমা ওমা, তোমার আপনার পুত্র, হতভাগ্য জর্জকে চিনিতে পারিতেছ না?" আহা! তাহার সুপুরুষ সন্তান অস্থিচর্ম্মসার হইয়া আসিয়াছে, প্রহার, রোগ ও কারাযন্ত্রণায় ভগ্নশরীর টানিয়া টানিয়া গৃহে আনিয়াছে, যেখানে বাল্যকাল সুখে কাটাইয়াছে সেইখানে বিরাম লাভ করিবে এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছে।

সন্তান ও জননীর পরস্পর পরিচয়ে পরস্পরের অন্তরে হর্ষ ও বিষাদ সমুদ্রের সমান উথলিয়া যে ভাব হইল তাহা বর্ণনীয় নয়। জননী ভাবিলেন যাহা হউক সেত বাঁচিয়া আছে, গৃহে আসিয়াছে; অসময়ে তাহার সান্ত্বনা ও আনন্দ

বর্দ্ধন করিবে! কিন্তু দুঃখিনী জানেন না, তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পক্ষে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল; দুঃখের কুটিরে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইবে! যাহা হউক মাতা যে তৃণশয্যাতে পড়িয়া অনেক রাত্রি জাগরণে কাটাইয়াছেন, সে তাহাতে শয়ন করিল, আর উঠিল না!

জর্জ সমার্স ঘরে আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া দেখিতে আসিল এবং যাহার যেরূপ সাধ্য সাহায্য দান করিল। সে কিন্তু এত দুর্ব্বল যে কথা কহিতে অক্ষম, সজল দৃষ্টি দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার মাতা দিবারাত্রি তাহার নিকটস্থ, সেও জননী ভিন্ন আর কাহারও সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়।

পীড়ার এমনি প্রভাব যে বয়স্ক লোকেরও মনের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেয় এবং তাহার হৃদয় দ্রব করিয়া শিশুর ন্যায় কোমল করিয়া থাকে। যত বয়স্ক হউক না, যে ব্যক্তি পীড়া ও নিরাশায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশে একাকী শয্যাস্থ হইয়া দুঃখে দিন কাটাইয়াছে, সে জননীর কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে না—যে জননী বাল্যকালে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহার শয্যা যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহার অসহায় অবস্থায় পদে পদে সাহায্যদান করিতেন! আহা! সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহের চির কোমলতা হৃদয়ের সকল কোমলভাবকে পরাজয় করিয়াছে। মাতৃস্নেহ স্বার্থপরতা দ্বারা মন্দীভূত বা বিপদদ্বারা ভীত হয় না, সন্তানের সুখের জন্য মাতা আপনার সকল সুখ বিসর্জন দেন, তাহাকে আমোদিত করিবার জন্য আপনার আমোদ পরিত্যাগ করেন, তাহার গৌরবে গৌরবান্বিত এবং তাহার সৌভাগ্যে উল্লসিত হন। দুঃখে যদি সন্তানকে অভিভূত করে, সে সন্তান মাতার নিকট আরো প্রিয়তর হইবে, যদি অখ্যাতিতে তাহার নাম কলঙ্কিত হয়, অখ্যাতি সত্ত্বেও মাতা তাহাকে ভাল বাসিবেন এবং লালন পালন করিবেন; এবং যদি সমুদায় জগৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে, মাতা তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।

হতভাগ্য জর্জ সমার্স পীড়া ভোগ করিয়াছিল, নিকটে সান্ত্বনা দিবার কেহই ছিল না—একাকী কারাবদ্ধ হইয়াছিল, কেহ দেখিবার ছিল না। এখন

সে মাতাকে পাইয়াছে আর তাহাকে চক্ষের আড় করিতে চাহে না। তাহার মাতা যদি একটু দূরে সরিয়া যাইতেন তাহার দৃষ্টি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। পুত্র নিদ্রা যাইত, মাতা একাদিক্রমে শিয়রে বসিয়া তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। সে কখন কখন বিকারের স্বপ্নের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া উর্দ্ধদিকে উৎসুক নয়নে চাহিত এবং জননী মস্তকের উপরে একদৃষ্টে ঘাড় হেঁট করিয়া আছেন দেখিয়া সুস্থির হইত; তখন সে জননীর হস্ত ধরিত, বক্ষের উপরে রাখিত এবং শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইত। এইরূপ ভাবে তাহার মৃত্যু হয়।

এই দুঃখের ইতিবৃত্ত শুনিয়া শোকার্ত্ত মাতাকে দর্শন এবং তাঁহাকে অর্থ সাহায্য ও যথাসম্ভব সান্ত্বনা দান করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সদয় হৃদয়গ্রামবাসীরা তাঁহাকে আবশ্যক সাহায্যদান করিয়াছে। গরিবেরাই পরস্পরের দুঃখের কিরূপে সান্ত্বনা করিতে হয় জানে, এই জন্য আমি অনধিকার চর্চা করিতে সাহসী হইলাম না।

পর রবিবার গ্রাম্য ভজনালয়ে গেলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, দুঃখিনী বৃদ্ধা রমণী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নুড়ি পথ দিয়া চলিয়া আসিয়া বেদীর সোপানে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইংরাজদিগের কেহ মরিলে কাল পরিচ্ছদ পরিতে হয়, এই দুঃখিনী জননীও তাহার অনুরূপ কিছু করিয়াছেন। তাঁহার নিতান্ত নিঃস্বতার উপরে সন্তানবাৎসল্য প্রকাশের চেষ্টা যার পর নাই হৃদয়-বিদারক। তাঁহার যে শোক দেখাইবার নয়, লৌকিক প্রথার অনুরোধে তাহা দেখাইবার জন্য একটু কাল ফিতা, একখানি জীর্ণ কাল রুমাল এবং এই প্রকার অন্য দুই একটু শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। ধনী লোকেরা গর্ব্বিত মৃত আত্মীয়দিগের স্মরণার্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতি আড়ম্বর সহকারে স্থাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুঃখিনী বিধবা বার্দ্ধক্য ও শোক ভরে অবনত হইয়া বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন এবং সরল ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ের প্রার্থনা ও প্রশংসা গান গদগদ স্বরে উচ্চারণ করিতেছেন। আহা! সহস্র কীর্ত্তিস্তম্ভ অপেক্ষা বাস্তবিক শোকের এইরূপ একটী জীবন্ত মূর্ত্তি যে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী তাহা অনুভব করিলাম।

উপাসক মণ্ডলীর কয়েক জন ধনী সভ্যকে এই দুঃখিনী রমণীর বৃত্তান্ত অবগত করিলাম এবং তাঁহারা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা তাহার সুখবর্দ্ধন ও ক্লেশ মোচনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মৃত্যুর পথ কেবল সুগম করিয়া দেওয়া হইল। দুই এক রবিবার পরে মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট আসনে তাঁহার মূর্ত্তি আর দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি এই গ্রাম হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই শুনিয়া সুখী হইলাম যে নিরুদ্বেগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং যে লোকে দুঃখ নাই এবং বন্ধু বিচ্ছেদ নাই, সেই লোকে তিনি তাঁহার প্রিয়জনগণের সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্য।

সৃষ্টি করিবার এবং জীবন দান করিবার ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরের আছে, কিন্তু মনুষ্য আপনার বুদ্ধি প্রভাবে সৃষ্টিকার্য্যের এমনি অনুকরণ করিয়া থাকে, যে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। মনুষ্য চিত্রকর হইয়া নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষী প্রভৃতি এমনি চিত্রিত করে, যে তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে। ভাস্করেরা প্রস্তরোপরি মূর্ত্তি সকল এমনি খোদিত করে, যে তাহাদিগকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কেবল অচল ও মূক পদার্থ সকলের রচনা করিয়া মনুষ্য সন্তুষ্ট নয়; গতিশীল বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিবার জন্য বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। যতই যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মনুষ্য এ বিষয়ে এক একটী অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্নকরিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে। পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা মনুষ্যের আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্যের কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। ইহাদ্বারা অতি প্রাচীনকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

খৃষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে টারেন্টম নগরে আর্কাইটাস নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত একটী কাঠের পায়রা নির্ম্মাণ করেন সে উড়িতে

পারিত। সুপ্রসিদ্ধ আর্কিমিডিসও এই প্রকার কৌশল প্রদর্শনে অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুলার নামক জর্ম্মাণ জ্যোতির্ব্বিদ একটী কাষ্ঠের চিলপক্ষী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে প্রতি দিন নগর হইতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্ম্মাণ করেন, সে ভোজস্থলে তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া সমুদায় গৃহে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। চুম্বক প্রস্তরের কৌশল দ্বারা তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আলবার্টস মাগ্নস ৩০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া একটী বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, বেকনও এইরূপ করিয়াছিলেন। লি ড্রজ নামে সুইটজারলাণ্ড দেশীয় শিল্পী স্পেন দেশের রাজাকে এক ঘড়ী দেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য। ইহাতে একটী ভেড়ার মূর্ত্তি ঠিক্ স্বাভাবিক ভেড়ার ডাক ডাকিত। একটী কুকুর এক ঝুড়ী ফল চৌকী দিত, কেহ নিকটে তাহা স্পর্শ করিতে আসিলে সে দন্ত খিচাইত এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত, সেই সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্য মূর্ত্তি আশ্চর্য্যভাবে চলিয়া বেড়াইত। এই শিল্পী আর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাহার কল টিপিবামাত্র সে একটী তুলি লইয়া ক্রমে ক্রমে ৫। ৬ খানি কার্ডে ভিন্ন ভিন্ন ছবি চিত্র করিত। প্রথম কার্ডে রাজা ও রাণী পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেছেন এইরূপ আঁকিত, পরে অন্যান্য। ঠিক্ নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ধীরভাবে একের পর আর একটী ছবি সম্পন্ন করিত।

কেম্পলেন নামক হঙ্গেরী দেশীয় এক শিল্পকার এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়াড় প্রস্তুত করেন। এটী আজিও বিলাতে আছে। একটী মুসলমান মূর্ত্তি, সম্মুখে একটী বাক্সের উপর বড়ে সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহার সহিত দাবা খেলিতে আসিয়া কেহ তাহাকে হারাইতে পারে না। সে বাম হস্ত দিয়া খেলিয়া থাকে, যাহার পর যে চাল ঠিক্ চালিবে। যেখানে একটু বুঝিয়া চলিবার প্রয়োজন, গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিবে, পরে ঠিক্ চালিবে। তাহারে দোয়ার কোন অন্যায় চাল চালিলে তখনি তাহার প্রতি কটমট করিয়া চাহিবে এবং বাক্সের উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিয়া রাগ প্রকাশ করিবে। দোয়ার ভুলিয়া কোন চাল চালিলে আর তাহাকে ফিরাইয়া লইতে দিবে না, তাড়াতাড়ি নিজের চাল চালিবে।

এইরূপে বাজি মাত করিয়া 'প্রতিপক্ষকে কেমন জব্দ করিয়াছি' এই ভাবে ঠাট্টা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই মূর্ত্তি অনেক কল কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু একটী খর্ব্বকায় মনুষ্য কলের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে চালাইয়া থাকে। দর্শকগণ সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু সহজে এই গুপ্ত কৌশল ধরিতে পারেন না। আমাদিগের বিলাতগামী কয়েকটী বন্ধুও ঠকিয়া আসিয়াছেন।

পারিস বিজ্ঞান সভার ভো কান্সন কলের মূর্ত্তি গঠনে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। তিনি প্রায় ৩॥ হস্ত দীর্ঘাকৃতি একটী বংশীবাদক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নানা কৌশলে তাহার শরীরের ভিতর হইতে মুখ দিয়া বায়ু নির্গত করিয়াছিলেন এবং সে বঁাশীর ৭ ছিদ্রে ৭ টী অঙ্গুলি দিয়া অতি পারদর্শী বাদকের ন্যায় বাঁশী বাজাইত। তিনি আর একটী বাজাদার নির্ম্মাণ করেন, সে ২০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুর বাজাইতে পারিত। তিনি একটী হংসী প্রস্তুত করেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর ন্যায় পান ভোজন করিত, কেবল ইহা নয়, ভোজন পরিপাকও করিত।

সুইটজার্লণ্ড দেশীয় মেলার্ডেট নামক এক ব্যক্তি একটী পায়ানোফোর্ট বাদ্যযন্ত্রে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারা ১৮ টী সুর বাজান আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। সে যখন বাজায়, এরূপ সুন্দর ভাবভঙ্গী দ্বারা তাল মান প্রকাশ করে, যে নিকটে গিয়াও তাহার কৃত্রিমতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বাজনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে মস্তক নত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে একটী সেলাম করে, পরে তন্মনা হইয়া যেন বাজাইতে থাকে। বাজাইবার সময় বক্ষস্থল তোলাপড়া করিতে থাকে, অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও চলিতে থাকে। সূক্ষ্ম ও গম্ভীর স্বর বাজাইবার সময় পা দিয়া যন্ত্রের নিম্নভাগ চাপে। ৬ টী স্প্রিং এবং ২৫ টী তারে এই বাদন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। একবার দম দিলে এক ঘণ্টা কাল বাজিবে। এই যন্ত্রটীর মূল্য ২০ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হয়, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ইহার নির্ম্মাণে কত বুদ্ধি কৌশল ও পরিশ্রম নিয়োজিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত শিল্পকার একটী গায়ক পক্ষী নির্ম্মাণ করে। ৩ বুরুল একটী বাক্সের মধ্যে এক সুন্দর পক্ষযুক্ত গায়ক পক্ষী বাসা করিয়া আছে।

বাক্সের ঢাকন তুলিবামাত্র বাসা হইতে পক্ষীটী লাফ দিয়া উঠিবে, পাখা ঝাড়িবে এবং পরে সিস্ ধরিয়া গান আরম্ভ করিবে। নানা প্রকার স্বর আলাপ করিয়া ইহা বেগে বাসার মধ্যে গিয়া লুকাইবে এবং ঢাকনী বন্ধ হইয়া যাইবে। পক্ষীটী ৩ মিনিট করিয়া বাহিরে বসিয়া চারি প্রকার পক্ষীর স্বর আলাপ করে। অল্পস্থানের মধ্যে এরূপ কল কৌশল নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। এই শিল্পকার অনেক ব্যয়ে একটী বালকের মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল, সে আঁকিতে এবং ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দররূপে লিখিত পারিত।

ফরাসী রাজ চতুর্দ্দশ লুই যখন বালক, তখন তাঁহার আমোদের জন্য ফাদার ট্রুচেট ১৬ বুরুল প্রশস্ত স্থানের মধ্যে একটী নাট্যশালা করিয়া ৫ অঙ্ক নাটকের অভিনয় দেখান, প্রত্যেক অঙ্কের আরম্ভে এক একটী নূতন প্রকার দৃশ্য আবিষ্কৃত হইত। এই রাজকুমারের আমোদের জন্য আর একটী আশ্চর্য্য কল নির্ম্মিত হয়। একখানি ছোট গাড়ীতে দুই ঘোড়া যোথা, তাহার উপরে একটী বিবী একটী সহিস ও বালক ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটী বৃহৎ টেবিলের উপর গাড়ী খানি স্থাপিত হইলে গাড়োয়ান চাবুক মারিল এবং ঘোড়া দৌড়িল, ঠিক্ প্রকৃত ঘোড়া যেমন পা ফেলিয়া চলে তেমনি চলিল। টেবিলের অপর ধারে আসিয়া গাড়ী খানি বাঁকিয়া ঠিক্ ধার দিয়া দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজা বসিয়া আছেন সেইখানে গিয়া থামিল। বালক ভৃত্য অমনি নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং বিবী একখানি দরখাস্ত হস্তে নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবী পুনরায় সেলাম করিয়া যেন বিদায় লইলেন এবং গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়োয়ান চাবুক মারিল, ঘোড়া আবার চলিল, সহিস নামিয়াছিল দৌড়িয়া২ গাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল।

ইবান্স নামক এক সাহেব তাঁহার 'জুবিনাইল টুরিষ্ট' পত্রে পারিস নগরে যে একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্য প্রাতঃকালে একটী বনের শোভা, সকল বস্তু ধূষর, নবীন ও শিশিরসিক্ত বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া মধ্যাহ্ন-

কাল উপস্থিত হইল। ঘাসের ভিতর দিয়া সাপ সকল চলিয়া যাইতেছে দেখা গেল। একটী ছোট শিকারীবন্দুক স্কন্ধে আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া শিকার সন্ধান করিতে লাগিল। একটী সরোবর হইতে একটী ছোট হংস উঠিল এবং শিকারীর সম্মুখে উড়িয়া গেল। শিকারী ভাল করিয়া তাগ করিয়া বন্দুক ছুড়িল, হংসটী ঘুরিয়া পড়িল। শিকারী তাহাকে স্কন্ধে ফেলিয়া বন্দুক কোমরে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। ৪ বুরুল উচ্চ ঘোটক সকল গাড়ী টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষক সকল যাইতেছে। সম্মুখে নেপল্স উপসাগর ও তাহার বৃহৎ সেতু। তাহার উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে। ঠিক্ যেন স্বাভাবিক দৃশ্য। জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতেছে। শেষে এক প্রলয় ঝড় উপস্থিত হইল। জাহাজ-ভগ্ন নাবিক-গণ জলে ভাসিতে ও ডুবিতে লাগিল। একজন নাবিকভাসিয়া একটী পাহাড়ের ধারে গিয়া লাগিল। তাহার উদ্ধারার্থ নৌকা সকল আসিবার চেষ্টা করিল, ডুবিয়া গেল। ক্ষুদ্র নাবিককে অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে দেখা গেল। ঝড় থামিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি বাতিঘর হইতে পাহাড়ের ধারে আসিল, দড়ী নামাইয়া দিল, ক্লান্ত নাবিক তাহা ধরিয়া খানিক দূর উঠিয়া হাত পিছালাইয়া পড়িয়া গেল, আবার প্রাণপণে দড়ী ধরিয়া নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল, দর্শকগণ করতালি দিতে লাগিল।” ইহা পাঠ করিলে অদ্ভুত উপন্যাস বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধি কৌশলে এতদূরও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে। এস্থলে সকল কার্য্য কেবল কলে হইয়াছে, অথবা তৎসঙ্গে সঙ্গে কোন মনুষ্য থাকিয়া সাহায্য করিয়াছে ইহা বর্ণিত নাই।

ইংরাজী প্রবচন।

৩য় অধ্যায়।

১। প্রাতে ঋণগ্রস্ত হইয়া জাগা অপেক্ষা রজনীতে অনাহারে শয্যায় যাওয়া ভাল।

২। জন্মে অনেক করে, কিন্তু সুশিক্ষাতে আরো অধিক করে।

৩। ধার করা পোসাক, গায় ঠিক্ হয় না।

৪। সংক্ষিপ্ত বাক্য বাগ্মিতার সার।

৫। আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ।

৬। কার্য্য জীবনকে মধুর করে।

৭। বাজারে ক্রয় কর, কিন্তু ঘরে বসিয়া বেচ।

৮। অন্যের দোষ দেখিয়া জ্ঞানী লোকেরা আপনাদের দোষ সংশোধন করেন।

৯। যিনি মিতভাষী, তিনি জ্ঞানী।

১০। যিনি অঙ্গীকার করিয়া পালন করিতে বিলম্ব করেন, তিনি কৃতজ্ঞতা পান না।

১১। যিনি ঈশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব করেন, তাঁহাকে কোন ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না।

১২। যে সর্ব্বদা দুঃখ জানায়, তাহাকে কেহ দয়া করে না।

১৩। যার ছোট দুয়ার, তাহার হেঁট হইয়া চলা চাই।

১৪। যে ধূলায় ফুঁ দেয়, সে আপনার চক্ষুকেই অন্ধ করে।

১৫। যে কুকাজে হাত দেয়, সে পাপের ভাজনা খোলায় পড়িয়া দগ্ধ হয়।

১৬। যে ধার করিয়া চলে, চিরকালই তার দুঃখ।

১৭। যার লজ্জা নাই, তার হিতাহিত জ্ঞান নাই।

১৮। যে ধার দেয়, সে দ্বিগুণ খোয়ায়। (বন্ধু ও ধন)

১৯। যে কাঁটা হইতে মধু চাট, তাহাকে অনেক কষ্টে সুখের আস্বাদ লাভ করিতে হয়।

২০। যে একবৎসর ভাল করিয়া জীবন না কাটায়, তাহাকে ৭ বৎসর দুঃখ পাইতে হয়।

২১। যে অধিক দৌড়িয়া চলে, সে অধিকক্ষণ চলিতে পারে না।

২২। যে আপনাকে ভাল জানে, সে আপনার অহঙ্কার কম করে।

২৩। যে ধনের অনুরোধে বিবাহ করে, সে স্বাধীনতা বিক্রয় করে।

২৪। যে মাছ ধরিতে যায়, তাহাকে ভিজিবার ভয় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২৫। অলস ব্যক্তিদিগের অবসর নাই।

২৬। অলস ব্যক্তিদিগকেই অধিক শ্রম করিতে হয়।

২৭। আলস্য সকল পাপের মূল।

২৮। পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আইসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে।

২৯। রিপুদিগকে যদি বশীভূত না করি, তাহারা আমাদিগকে বশীভূত করিবে।

৩০। দুঃসংবাদ শীঘ্র প্রচারিত হয়।

৩১। স্থির সমুদ্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই নাবিক।

৩২। অনিষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট করা অপেক্ষা তাহা সহ্য করা ভাল।

৩৩। বাক্যে সাধু হওয়া অপেক্ষা কার্য্যে সাধু হওয়া ভাল।

৩৪। উত্তমরূপে কার্য্য আরম্ভ করা ভাল বটে, কিন্তু উত্তমরূপে তাহা শেষ করা আরো ভাল।

৩৫। বিদ্যা শিখিবার বয়স কখন ফুরায় না।

৩৬। যে ব্যক্তি সকল ব্যবসায়ের খুঁট আকুরে, সে কোন ব্যবসায়েই পরিপক্ক নয়।

৩৭। সৎলোকের সংসর্গে থাক, সৎলোক হইবে।

৩৮। জ্ঞানই ক্ষমতা।

৩৯। জীবন কি? ইহা জানিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেক জীবন গত হয়।

৪০। আহারের জন্য জীবন ধারণ করিও না, কিন্তু জীবনের জন্য আহার করিও।

৪১। লাফাইবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখিও।

৪২। প্রীতি বিশ্বাস চায়, বিশ্বাস দৃঢ়নিষ্ঠা চায়।

৪৩। মনুষ্য কামনা করে, ঈশ্বর ব্যবস্থা করেন।

৪৪। একবার স্থির করিবার পূর্ব্বে দুইবার ভাবিয়া দেখ।

৪৫। ক্রীড়াকারীদিগের অপেক্ষা দর্শকেরা অধিক দেখে।

৪৬। ব্যস্ত হইয়া বিবাহ কর, অনুতাপ করিবার যথেষ্ট সময় পাইবে।

৪৭। পুত্র যত দিন না স্ত্রীগ্রহণ করে, ততদিন আমার পুত্র, কিন্তু আমার কন্যা যাবজ্জীবনই আমার কন্যা।

৪৮। বিপদ প্রায় একাকী আসে না।

৪৯। শীলতা ধর্ম্মের সহচরী।

৫০। ঈশ্বর যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিয়াছেন, তাঁহার নিকট অধিক প্রত্যাশা করেন।

মনোবিজ্ঞান।

(১৪১ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর)

এক জাতীয় পদার্থ সকল ভিন্ন ২ শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইলে সেই শ্রেণীদিগের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করিয়া আবার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণী বা জাতি নির্দ্ধারণ করা যায়, যেমন প্রথম গোলাপ, গাঁদা দোপাটি, মল্লিকা

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ফুলকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিলাম, পরে আবার সমুদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া "ফুল" এই উচ্চতর জাতি নির্দ্ধারণ করিলাম।

এই দুই প্রকার জাতিকে সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রে পরা জাতি অর্থাৎ উচ্চ জাতি এবং অপরা জাতি অর্থাৎ নীচ জাতি বলিয়া লিখিয়াছে। এবং ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রে Genus এবং species বলিয়া থাকে। "ফুল" genus বা পরা জাতি এবং গোলাপ, গাঁদা প্রভৃতি "species" বা অপরাজাতি।

এইখানে এই জাতি গ্রহণ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তোমরা একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে নীচ হইতে যতই উচ্চ এবং উচ্চতর জাতিতে আরোহণ করা যায় ততই সেই জাতির ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি বাড়িতে থাকে, কিন্তু জাতি বিধায়ক ধর্ম্ম বা গুণ ততই কমিতে থাকে। যেমন মানুষ এই কথা বলিলে শত কোটি সংখ্যক পদার্থ বুঝায় এবং এই জাতি বিধায়ক ধর্ম্ম সকলের উল্লেখ করিতে হইলে "প্রাণবিশিষ্ট" "দ্বিপদ" "লাঙ্গুল বিহীন" বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু জীব এই কথা বলিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদার্থ বুঝায়, অথচ জাতি বিধায়ক গুণ সকলের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়। কেবল প্রাণবিশিষ্ট এই কথা উল্লেখ করিলেই তাহাদের উল্লেখ করা হইল। ইংরাজীতে জাতির ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতিকে Extension বা Denotation বলে এবং জাতি বিধায়ক খ্যাতি বা ধর্ম্ম বোধকতাকে Intension, Comprehension বা Conotation বলিয়া থাকে। ইংরাজী বাঙ্গালায় বলিতে গেলে species হইতে genus এ যত উঠা যায়, Extension বা ব্যাপ্তি ততই বাড়িতে থাকে এবং Intension বা Comprehension বা খ্যাতি ততই কমিতে থাকে।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভাগ করিয়া লইলে মন সেই সেই জাতির মধ্যে এবং পদার্থ সকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করে, এবং সেই সকল নির্ব্বাচিত সম্বন্ধকে মনুষ্য যখন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করে, তখন তাহা এক একটী Proposition অর্থাৎ বাক্যের আকার ধারণ করে।

যেমন মনুষ্য এক প্রকার "জীব" এই বাক্যটি যদি ভাঙ্গিয়া দেখা যায় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে মনুষ্য এবং জীব এই দুইটি জাতি গ্রহণ করা হইয়াছে, পরে "মনুষ্য নামক জাতি জীব নামক জাতির অন্তর্গত এইরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এইরূপ "ঘাস এক প্রকার "সবুজ পদার্থ" এই স্থলে "ঘাস" জাতির জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল এবং "সবুজ" জাতির জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে তাহাদের অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্বন্ধ স্থাপন করা হইল।

এই সম্বন্ধে আরও গুটিকতক বক্তব্য আছে। ১ম, সম্বন্ধ নির্ব্বাচন যে কেবল জাতি ও জাতির মধ্যে হয় তাহা নহে। জাতিতে জাতিতে, জাতিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং ব্যক্তিতে ও জাতিতে হইয়াও থাকে। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এই সম্বন্ধ নির্ব্বাচন দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথম সম্বন্ধ আরোপ করা যেমন "ঘাস সবুজ" এই স্থলে ঘাসের উপর সবুজত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্বন্ধ অস্বীকার করা যেমন "ঘাস সবুজ নয়" এখানে ঘাস সম্বন্ধে সবুজত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং এতদনুসারে বাক্য দুই প্রকার—বিধি বাক্য ও নিষেধ বাক্য, আরোপ স্থলে বিধিবাক্য, অস্বীকার স্থলে নিষেধ বাক্য। ইংরাজীতে এই দুই প্রকার বাক্যকে যথাক্রমে Affirmative proposition and Negative propositiou বলিয়া থাকে।

এইরূপ সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া বাক্য সংগ্রহ হই[illegible]মন আবার এইরূপ দুইটি বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্ধা[illegible] একটী তৃতীয় বাক্যে উপনীত হয় যেমন—মনুষ্য মরণশীল, [illegible] রাম মনুষ্য এই দুইটী বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া "রাম মরণশীল" এই তৃতীয় বাক্যে উপনীত হইলাম। এখানে দেখা যাইতেছে যে "মনুষ্য মরণশীল" এই প্রথম বাক্যে মনুষ্য শ্রেণী এবং মরণশীল শ্রেণী এই দুইটী শ্রেণীর অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "রামমনুষ্য" এই দ্বিতীয় বাক্যে রামনামক ব্যক্তির সহিত মনুষ্য জাতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখানে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে মনুষ্য (১) মরণশীল, (২) রাম মনুষ্য, অতএব (৩) রাম মরণশীল এই তিনটী বাক্যের

মধ্যে 'মনুষ্য' এই পদটী গ্রন্থি স্বরূপ অর্থাৎ মরণশীলত্বের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ আছে আবার মনুষ্যত্বের সহিত রামের সম্বন্ধ আছে সুতরাং মরণশীলত্বের সহিত রামেরও সম্বন্ধ আছে।

"রাম মরণশীল" এই তৃতীয় বাক্যে রাম এই প্রথম পদ, পক্ষপদ, ইহাকে ইংরাজীতে (Minor term) বলে। এবং "মরণশীল" এই দ্বিতীয় পদ সাধ্যপদ, ইংরাজীতে ইহাকে (Major term) বলে, মনুষ্য এই গ্রন্থিরূপ পদকে সংস্কৃত ন্যায়ে হেতুপদ এবং ইংরাজীতে (Middle term) বলে।

যে বাক্যে সাধ্যপদ অর্থাৎ (Major term) থাকে, তাহাকে সাধ্য বাক্য কিংবা (Major premiss) বলে। যাহাতে পক্ষপদ অর্থাৎ (Minor [illegible]miss) থাকে, তাহাকে পক্ষ বাক্য বা (Minor premiss) বলে, এবং [illegible] দুইটী বাক্যের ফল স্বরূপ যে তৃতীয় বাক্য নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে (Conclusion) এবং বাঙ্গালাতে উত্তর বাক্য বলা যায়।

আমাদের যুক্তিশক্তির যত প্রকার কার্য্য সে সমুদায়কে চারি ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এই চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ বিবেচন (Comparison) এবং সমীকরণ (generalization) নিষ্কর্ষণের অন্তর্গত, যাহাকে ইংরাজীতে (Induction) বলে। অবশিষ্ট দুই প্রকার অর্থাৎ নির্ব্বাচন [illegible] সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ এবং সংঘটন বা উত্তর বাক্য স্থিরীকরণ নিষ্ক্রামণের অন্তর্গত, ইহাকে ইংরাজীতে (Deduction) বলে।

এইরূপে মনের জ্ঞান, [illegible]সায় এই তিন অবস্থার মধ্যে জ্ঞানের অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে ব[illegible]ইল। ভাব ও অধ্যবসায়ের বিষয় সময়ান্তরে বিচার করা যাইবে। এই বিষয়টী অ[illegible]র। ইহার যেরূপ যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা অপে[illegible]রো সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে আলোচনা হইতে পারে। মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত করা এ চেষ্টার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তোমরা ভবিষ্যতে অল্প আয়াসে যাহাতে মনোবিজ্ঞানের কঠিন কঠিন গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে পার, এই চেষ্টা তাহার সোপান স্বরূপ। আমার আর একটী দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে ইহা পাঠ করিয়া তোমাদের আপন আপ[illegible] মনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে

এবং তোমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে। আমাদের দেশের রমণীরা যত দিন না স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিবেন, ততদিন কি সমাজ বিষয়ে কি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিষয়ে তাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবেন না। যখন এই পুস্তক তোমরা পাঠ করিবে, তখন কেবল 'যথা দৃষ্টং তথা পঠিতং' রূপে পাঠ করিও না; কিন্তু প্রতি পদে পদে আপন আপন মনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয় সকল সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং শিক্ষকের মুখাপেক্ষা না করিয়া ভ্রম বোধ হইলে পরিহার করিবে এবং নিজের বিচারে সঙ্গত বোধ হইলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপ স্বাধীন বিচারের সহিত পড়িতে পড়িতে তোমাদের তর্কশক্তি এমন বিকসিত হইবে যে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে সেই শক্তি কার্য্য করিতে থাকিবে। তখন আপন আপন চরিত্র গঠন করা সহজ হইয়া আসিবে এবং সমাজের প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক আচার ব্যবহারের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আপন আপন স্বাধীন মত স্থির করিতে পারিবে এবং তদনুসারে ক[illegible] করিয়া জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ করিতে পারিবে। এই চেষ্টা দ্বারা তোমাদের মনে যদি কিছুমাত্র চিন্তার উদ্রেক করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। *

* পণ্ডিত শি নাথ শাস্ত্রী এম এ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন, ছাত্রী-গণ তাহা লিখিয়া লইয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। মনোবিজ্ঞান অতিশয় কঠিন বিষয়, আমাদিগের অনেক পাঠিকা ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু এ বিষয় তাঁহারা কিছু কিছু জানিতে চেষ্টা করেন ইহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। বিশেষতঃ কতকগুলি বঙ্গীয় বালা ইহা শিক্ষা করিয়া যখন পরীক্ষা দানেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখন অপরাপর বঙ্গ-রমণীগণও চেষ্টা করিলে কেন না শিক্ষা করিতে পারিবেন? পাঠিকাগণের কৃতবিদ্য আত্মীয়গণও এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদান করেন, আমাদিগের এই অনুরোধ। বা, বো, স।

স্ত্রীলোকদিগের আমোদ।

স্ত্রীলোকদিগের আমোদ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা যে একটী প্রস্তাব লিখি তাহাতে প্রদর্শন করিয়াছি যে আমাদের মতে আমোদ করা একেকালে দূষ্য নহে। কিন্তু বৃথা হাস্য পরিহাস গল্প বা পরনিন্দা করিয়া যে আমোদ লাভ হয়, তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে। যে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি শক্তির চালনা হয়, মনে বিশুদ্ধতা ও সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং মনুষ্যের পক্ষে উপযুক্ত। উৎকৃষ্ট আমোদের কতকগুলি উদাহরণও প্রদর্শন করা গিয়াছে। স্বভাবের শোভা দর্শন, বন্ধুগণের সহিত সাধু আলাপ, মনোরম অথচ বিশুদ্ধ পুস্তক পাঠ, নানাবিধ শিল্পকার্য্য এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। আমাদিগের রমণীগণ যদি উৎকৃষ্ট আমোদ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট আমোদ-প্রিয় হন, চিরকাল তাঁহারা হীন অবস্থায় থাকিবেন এবং মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত হইবেন। স্ত্রীলোক পশুর সমান এই বলিয়া ত এ দেশের একটী সাধারণ সংস্কার আছে, এই জন্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নীচ পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, এই ভারতবর্ষের একস্থানে বলদের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক দ্বারা হলচালনা করিবার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া নারীজাতি কি আপনাদিগের যারপর নাই হীনাবস্থা অনুভব করিবেন না এবং তাহা যাহাতে দূর হইয়া নারীগণ মনুষ্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন না? মনের ভাব উচ্চ না হইলে কখন অবস্থা উন্নত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা বলি যত দিন নিকৃষ্ট আমোদ পরিত্যাগ করিয়া এ দেশের রমণীগণ উৎকৃষ্ট আমোদ সম্ভোগের অধিকারিণী না হইতেছেন, ততদিন তাঁহাদিগকে সমাজ মধ্যে হীনিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইবে।

এ দেশের নারীগণ যে যে বিষয়ে আমোদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহার এক একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা হইলে তাহা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বিচার করিয়া বুঝা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ-রুচি ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকগণ স্বজাতির কল্যাণার্থিনী হইয়া এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা পরম সুখী হই। অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁহারা আমা-

দিগকে সাহায্য দান করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের এই অনুরোধ।

স্ত্রীলোকগণের সকল আমোদের মধ্যে জামাইকে লইয়া তামাসা করা একটী প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কেবল যাঁহাদিগের বাটীর জামাই তাঁহারাই ইহাতে আবদ্ধ হন না। কিন্তু সমুদায় পল্লীর স্ত্রীলোক এজন্য ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া থাকেন। যাঁহার যত বিদ্যা বুদ্ধি, যাঁহার যত বাক্‌পটুতা, যাঁহার যত চতুরতা ও শিল্প কৌশল জ্ঞান আছে, সকলি এই উপলক্ষে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে দূরের বাড়ী হইতে স্ত্রীলোকগণ আসিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও এই অপূর্ব্ব আমোদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই আমোদ এক বিবাহের রাত্রে বাসর গৃহে হয়, দ্বিতীয় বর নূতন দুই চারিবার শ্বশুর গৃহে যখন আসেন, তখনি হইয়া থাকে। বাসর গৃহের প্রথা আমরা স্বতন্ত্র স্থলে আলোচনা করিব। জামাই নূতন শ্বশুর গৃহে আসিলে যে তামাসা করা হয়, এস্থলে আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

জামাইকে ঠকাইবার জন্য কেহ বা পাকাটির শয্যা করিয়া দেন, তাহার উপর শয়ন করিলেই ভূমিসাৎ হইতে হয়; কেহ বা তুষ্‌রের জল দিয়া চিনির সরবৎ করেন, পান করিলে গলা ও পেট জ্বলিতে থাকে; কেহ বা বাটার ভিতর পানের পরিবর্ত্তে গুটিকত আরশুলা রাখিয়া দেন, ঢাকন তুলিলেই সে গুলি পলাইয়া যায়; কেহ বা বাটীর নিম্নে খড় কুচিয়া দিয়া তাহার উপরে পায়স দেন, জামাইকে গোরু বলিয়া সপ্রমাণ করেন; কেহ বা নীচে গর্ত্ত খুলিয়া তাহার উপরে আসন বিছাইয়া রাখেন অথবা পীড়ের নীচে সুপারি রাখেন, জামাই পড়িয়া বা গড়াইয়া যাইবে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। এই প্রকার অনেক তামাসা আছে, কিন্তু ইহা ভদ্র রুচি সঙ্গত নয়, ইহাতে ইতর রুচির পরিচয় দেয়। এই ইতর রুচি প্রশ্রয় পাইয়া স্থল বিশেষে এমত ভয়ানক আকার ধারণ করে, যে তামাসার পাত্র হইয়া দুর্ভাগ্য জামাইকে প্রাণে মরিতে হয়, অথবা যাবজ্জীবন পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। এই সকল কারণে এক্ষণে অনেক সভ্যস্থলে জামাইকে ঠকাইবার প্রথা যে এককালে রহিত হইয়াছে, ইহা মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে।

জামাইকে বিপন্ন ও কষ্টগ্রস্ত করিয়া তামাসা করা অপেক্ষা তামাসা না করা মঙ্গলের বিষয় বটে, কিন্তু তামাসা করা যে এককালে মন্দ আমরা একথা বলি না। তামাসা করিবার সুপ্রথা আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তামাসা করিলে বিশুদ্ধ আমোদও হইতে পারে এবং বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দেওয়া যায়। জামাই তামাসার মূলে আমরা এই উদ্দেশ্যটী দেখিতে পাই, যে স্ত্রীলোকদিগের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান। যাহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া সমধিক সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, শিল্প নৈপুণ্য দ্বারা তাহাকে মোহিত বা হতবুদ্ধি করিয়া আমোদিত করা যাইতে পারে। একজন গ্রীক চিত্রকর এমন একখানি মশারি আঁকিয়াছিলেন, যে তাঁহার বন্ধু তাহা যথার্থ মশারি মনে করিয়া তুলিতে গিয়া ঠকিয়া যান। আর একজন চিত্রকর এমন একটী আতা ফল চিত্র করিয়াছিলেন, যে তাহা দেখিয়া একটী পক্ষী আসিয়া ঠোকরাইতে থাকে। আমরা আশ্চর্য্য শিল্প কৌশল বিষয়ক প্রস্তাবে অনেকগুলি শিল্পকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে সকল দ্বারা লোকের কেমন ভ্রমোৎপাদন অথচ মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন। শিল্পকার্য্য স্ত্রীলোকদিগের প্রধান প্রশংসার কার্য্য। আমাদিগের অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, যে আমাদিগের রমণীগণ শিল্প কার্য্যে কুশল হইয়া এইরূপ উন্নতি প্রদর্শনে সক্ষম হন। লোককে আমোদিত করিব, এই বাসনায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেন এবং অনেক দুরূহ কার্য্য করেন, শিল্পোন্নতি বিষয়ে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শনে সচেষ্ট হউন। যদি জামাই গৃহে আসিলে স্ত্রীলোকগণ এইরূপ নূতন নূতন আশ্চর্য্য শিল্পের পরিচয় দিতে পারেন, জামাই নিশ্চয়ই আমোদিত হইবেন, তাঁহারাও যারপর নাই প্রশংসিত হইবেন। যাঁহারা বামাবোধিনীর পাঠিকা, তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক আমোদ বা পরিহাস প্রবৃত্তি এককালে পরিত্যাগ করিতে আমরা উপদেশ দিই না। কিন্তু ইতর স্ত্রীলোকের ইতর রুচি ও দুষ্ট অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যেন শিল্পে দক্ষতাদ্বারা আপনাদিগের ভদ্র রুচির পরিচয় দেন এবং যাহাকে আমোদিত করিবার ইচ্ছা করেন এইরূপে করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করেন।

হিন্দু বিবাহ।

(১৪৪ সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠার পর)

কন্যাদান হিন্দু বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য—প্রধান এই কয়েকটী প্রকার বিবাহেই ইহা নিতান্ত আবশ্যক। সম্প্রদাতা নিঃস্বত্ব হইয়া কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করেন, বরও নিজস্ব বস্তু বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। সম্প্রদান হইলে কন্যা পিতৃকুল হইতে ভর্তৃকুলে প্রবিষ্ট হন এবং সকল বিষয়ে তিনি ভর্তার অনুগতা ও অধীনা হইয়া থাকেন। এই কন্যা সম্প্রদানে অধিকারী কে, শাস্ত্রে তাহা নির্ণীত হইয়াছেঃ—

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশেপ্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য অর্থাৎ দশম পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি ও জননী ইহাঁরা প্রকৃতিস্থ হইলে একের পর অন্যে কন্যাদানে অধিকারী। নারদও এ বিষয়ে বলিয়াছেনঃ—

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা।
মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে,
তস্যা মপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাংদদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন, অথবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা দান করিবেন, পরে মাতামহ, মাতুল, সকুল্য ও বান্ধব। ইহাদের অভাবে মাতা। মাতা অপ্রকৃতিস্থ হইলে সজাতীয় কেহ দান করিবেন।

কন্যার বিবাহ কালও নিরূপিত আছে। কন্যা ঋতুমতী হইবার অগ্রেই তাহাকে বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রের অনুমোদিত। অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে অত্যন্ত পাপ এবং অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কালে কন্যাদান না করিলে ইহ পরলোকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যাবত্তু কন্যাংঋতবঃ স্পৃশন্তি, তুল্যাঃ সকামামভিযাচ্যমানাং
তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাক্য।—বশিষ্ঠঃ।

সকামা ও তুল্যবরের প্রার্থিতা কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, তাহার পিতা ও মাতা তত সংখ্যক জীবহত্যার পাতকী হন, এই ধর্ম্মবাক্য।

স্ত্রীলোক প্রাপ্তবয়স্কা হইলে তবে বিবাহার্থিনী এবং যোগ্য বরের প্রার্থিনী হইতে পারেন, সুতরাং সে অবস্থায় তাহাকে বিবাহ না দেওয়া অসঙ্গত। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের বিধির এই মর্ম্ম। এই জন্য অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে পাপ হয়, এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় এই মত হইতেই ক্রমশঃ বাল্যবিবাহের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং

" অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী, দশবর্ষ তু রোহিণী,
নবমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।

এই আধুনিক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে একথাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, যে, উপযুক্ত বর না পাইলে, বিবাহের বিলম্বে হানি নাই। মনু বলেন,

" কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু, গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

ঋতুমতী হইয়া কন্যা বরং আমরণ গৃহে থাকে সে ভাল, তথাপি পিতামাতা তাহাকে বিদ্যা ও গুণহীন পাত্রে সম্প্রদান করিবেন না।

মনুর এমন হিতকর বচন থাকিতেও লোকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অপাত্রে কন্যা দান করিয়া ফেলে, ইহা নিতান্ত শোচনীয়। যাবজ্জীবন না হউক, কিছু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যাকে উৎকৃষ্ট পাত্রসাৎ করিবার চেষ্টা করা ভাল। বড় কন্যা গৃহে থাকিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এরূপ হইলে ভগবান্ মনু এরূপ উপদেশ দিতেন না।

কন্যার কেহ সম্প্রদানকর্ত্তা না থাকিলে ঋতুমতী হইবার পরেও কন্যা স্বয়ং পতি বরণ করিতে পারে।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মা দ্বিন্দেত সদৃশং পতিং।
অদীয়মানা ভর্ত্তার মধিগচ্ছেদ্‌ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচ যং সাধিগচ্ছতি।

কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে স্বয়ং যোগ্য

পতিকে বরণ করিবে। বিবাহিতা না হওয়াতে যদি কন্যা স্বয়ং পতিবরণ করে, তাহাতে তাহার বা পতির কোন পাপ স্পর্শিবে না।

স্ত্রীলোকেরা গুণবান্ বর না পাইলে যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিবে, ইহা মনুর অনুমোদিত হইলেও স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ করাই একটী পরম ধর্ম্ম ইহা সকল হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তারই অভিমত। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন,

"বৈবাহিকো বিধিঃস্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতি সেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থো ২গ্নি পরিক্রিয়া॥"

স্ত্রীলোকদিগের বেদ বিহিত অন্য সংস্কার নাই, বিবাহই একমাত্র সংস্কার। পতিসেবাই গুরুকুলে বাস ও বেদাধ্যয়ন স্বরূপ এবং গৃহকর্ম্মই হোমরূপ অগ্নি পরিচর্য্যা।

স্ত্রীলোকদিগের জাত কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য সংস্কারে বেদ মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি নাই, বিবাহকালেই তাহা পঠিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিবাহ সংস্কার না হইলে স্ত্রীলোকের দেহ অপবিত্র থাকে এবং পাপ খণ্ডে না, এইরূপ কথিত আছে। স্ত্রীলোকের বিবাহ অত্যাবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা করিবার কারণ এই বোধ হয়, স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহধর্ম্ম রক্ষা হয় না এবং স্ত্রীলোকদিগের অবিবাহিতা থাকিবার নিয়ম থাকিলে অনেক পুরুষকে গৃহশূন্য হইয়া থাকিতে হয়।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ উদ্বাহ তত্ত্বং।"

গৃহকে গৃহ বলা যায় না, কিন্তু গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়। গৃহিণীর সহযোগে সকল পুরুষার্থ লাভ হয়।

গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের প্রধান এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণেরই ইহা অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনু বলেন,

"ব্রহ্মচারীগৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবা শ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি, ইহারা গৃহস্থাশ্রম হইতে উৎপন্ন,